ভক্তি-সাধন।

(মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের উপদেশ।)

প্রথম খণ্ড।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা

২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্রে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯৪।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৪।

মূল্য ॥০ আট আনা।
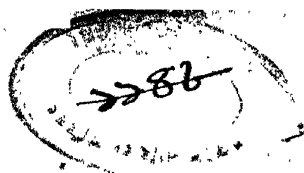
বিজ্ঞাপন।

পার্কারের নাম ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত। এক সময়ে পার্কারের গ্রন্থাদি ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে বিশেষ সমাদৃত ছিল। আজ কাল তত আছে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের মত ও ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন নিবন্ধন যে এরূপ ঘটিয়াছে, ইহা মনে হয় না। কিন্তু পার্কারের ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মগণের অনভিজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই, সর্ব্ব শ্রেণীর ব্রাহ্মের নিকট পার্কারের গ্রন্থাবলী প্রচার করিবার উদ্দেশে এই অনুবাদের সূচনা হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজি জানেন, মূল পাঠ করিবার অধিকারী হইলেও, তাহার মূল্য দিবার তাঁহাদের সকলের সামর্থ্য নাই। সুতরাং ইংরেজি অভিজ্ঞ ও ইংরেজি অনভিজ্ঞ সকলের নিকট হইতেই, আশা করি, এই অল্প মূল্যের অনুবাদ আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইবে।

অনুবাদ যথাসাধ্য মূলের সঙ্গে মিল রাখিয়া করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার অনুরোধে, এবং বাঙ্গালী পাঠকের বোধসৌকর্য্যার্থে স্থানে স্থানে মূল হইতে ভাষাগত কিছু প্রভেদ ইচ্ছা করিয়াই করা গিয়াছে। কিন্তু জ্ঞাতসারে কুত্রাপি পার্কারের ভাবের ব্যত্যয় করি নাই, এই কথা দৃঢ়তা সহকারে কহিতে পারা যায়।

পার্কারের উপদেশ ও প্রার্থনাই প্রথম অনুবাদিত হইবে। দশটী উপদেশের মধ্যে একটী বিশেষভাবে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, সেটী অনুবাদ করিবার প্রয়োজন দেখি না। বাকী নয়টীর মধ্যে প্রথম দুইটী উপদেশ ও একটী প্রার্থনা মাত্র এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ক্রমে, বৈশাখ মাসের মধ্যে, বাকী সাতটীও প্রকাশিত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন বন্ধু ও চিরহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের অনুরোধেই আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তিনিই ইহার মুদ্রাঙ্কনের সমুদায় ব্যয় বহন করিতেছেন। আমি পার্কারের অনুবাদ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছি। দুর্গামোহন বাবু এই সুযোগ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। যদি কেহ এই অনুবাদ পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করেন, দুর্গামোহন বাবু তাঁহাদেরও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
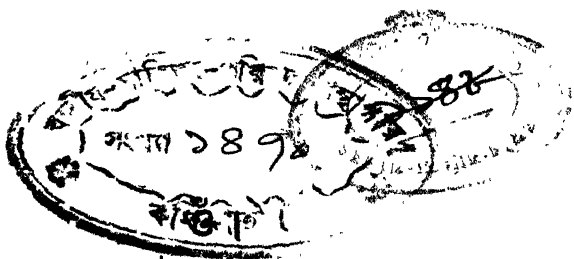
ভক্তি-সাধন।

ভক্তি ও মনুষ্যত্ব।

তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে তোমার সমুদায় হৃদয়, সমুদায় প্রাণ ও সমুদায় মনের দ্বারা প্রীতি করিবে।—বাইবেল।

[মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতীজানে প্রিয়োঽসি মে॥

আমাকে মন সমর্পণ কর, আমাকে ভক্তি কর, আমার উদ্দেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন কর, আমাকে নমস্কার কর, আমি সত্য অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।—গীতা।]

পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মের উপকরণ দুইটী; এক, ঈশ্বরপ্রীতি; অপর, লোকপ্রীতি। ইহার একটীকে আমি ভক্তি ও অপরটীকে সাধুতা কহিব। কিন্তু এই দুইটী কথাতে যেরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, বস্তুতঃ ইহাদের প্রাকৃতিক বিকাশে সেরূপ কোনও বিশেষ বিভিন্নতা নাই। লোকের আচার আচরণে ভক্তি ও সাধুতা প্রায় একই আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহাতে কোথায় যে ভক্তির শেষ ও সাধুতার আরম্ভ; বা সাধুতার

শেষ ও ভক্তির আরম্ভ, ইহা কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রগত এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে। সেই মূলের দ্বারাই আমি ইহাদের প্রভেদ করিতেছি; বাহ্য প্রকাশের দ্বারা, যে স্থলে ইহাদের আকার-ভেদ অতি সামান্য, আমি এখানে ইহাদের বিচার করিব না।

এই জড়দেহের অতীত ও অতিরিক্ত মানবের যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়কেই আমি আত্মা কহিব। মানবের সর্ব্ব-প্রকারের অতীন্দ্রিয় বৃত্তি নিচয় এই আত্মা শব্দ বাচ্য। বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, আমি এখানে এই অতীন্দ্রিয় বৃত্তি নিচয়কে চারি ভাগে বিভাগ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ বুদ্ধিবৃত্তি, যাহা দ্বারা মানব সত্যাসত্য নির্ণয় করে; তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ-শক্তিও এই বুদ্ধিরই অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ বিবেক, যদ্দ্বারা মানব সদসৎ জ্ঞান লাভ করে। তৃতীয়তঃ হৃদয়, যদ্দ্বারা সে প্রীতি করে এবং চতুর্থতঃ আত্মা, যদ্দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ ও যোগ অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

মনুষ্যত্ব লাভ, অর্থাৎ শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়কে এবং আত্মার প্রত্যেক বৃত্তি ও শক্তিকে যথাযথরূপে পরি-চালিত, বিকাশিত, শিক্ষিত ও সম্ভোগ করা; এবং এই পরি-চালনা, বিকাশ, শিক্ষা ও সম্ভোগকার্য্যে, যাহা কেবল ব্যক্তি-গত ও সাময়িক, তাহাকে যাহা সার্ব্বজনীন ও চিরন্তন, সর্ব্বদা তন্নিম্নে স্থাপন করা,—ইহাই ইহজগতে মানবজীবনের প্রধান-

তম কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইব (ক)। এখন প্রশ্ন এই, এই মনুষ্যত্ব সাধনে, ভগবদ্‌ভক্তি কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে? আদর্শ মনুষ্যচরিত্রলাভে ভক্তি কি করিতে পারে?

আমার ধারণা যে, ভগবদ্‌ভক্তি মানবজীবনের সর্ব্ব প্রকারের উৎকর্ষেরই ভিত্তিভূমি। এই উৎকর্ষ, প্রত্যেক মনুষ্যের প্রবৃত্তি অনুসারে, তাঁহার অন্তর্নিহিত সার্ব্বজনীনতা ও অনন্ত-উন্মুখীনতার পরিচয় প্রদান করে। এই সার্ব্বজনীনতা,—অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক মানবের অন্তঃপ্রকৃতির গতি,—হইতেই তাহার বিশেষ বিশেষ কার্য্য সকল সম্ভাবিত হইতেছে। কারণ, এ জগতের সর্ব্বত্রই সসীম অসীমকে, খণ্ড অখণ্ডকে, ও বিশেষ সার্ব্বভৌমিককে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার একটা সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান থাকিলেই কেবল আমি কোনও বিশেষ কার্য্যের বিশেষ কারণ জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইব। প্রকটরূপেই হউক আর অপ্রকটরূপেই হউক, এই সার্ব্ব-

(ক) ক্ষেত্রতত্ত্বে কতকগুলি বিষয় স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হয়। এই স্বীকার্য্যের ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া, স্বতঃসিদ্ধ সত্যের সহায়ে, প্রতিপাদ্য প্রতিজ্ঞা সকল প্রমাণ করা হয়। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণের জন্য, মনুষ্যত্ব লাভ যে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য, ইহাই যে মানবজীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য, এটী বিনা যুক্তিতে, এখানে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। এই বিষয়ের যুক্তি দিতে হইলে দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার ক খ হইতে সমুদায় প্রশ্নের বিচার করিতে হয়। ইহ অসম্ভব, ও এরূপ স্থলে, নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ নাস্তিক আস্তিক সকলেই মনুষ্যত্বলাভই যে মানবের প্রধান ধর্ম্ম ইহা প্রায় স্বীকার করিয়া থাকেন।

ভৌমিক জ্ঞান আমার না থাকিলে, কোনও বিশেষ ঘটনাসূত্রের মধ্যে আমি কখনই এই সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারিব না। সে অবস্থায়, এক ব্যক্তি একটা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, চক্ষের দ্বারা ইহা দেখিতে পাইব বটে; কুঠারির ঘন ঘন আঘাত ও বৃক্ষের পতন, এই ঘটনাদ্বয়ের দেশ এবং কাল গত সম্বন্ধও মনের দ্বারা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব সত্য; কিন্তু এই দুই ঘটনার মধ্যে কার্য্যকারণগত যে গূঢ় ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিছুতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। সৌন্দর্য্যের একটা সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, সুন্দর ও কুৎসিৎ পরিচ্ছদের পার্থক্য কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। ইহাদের বর্ণ ও বুনন, কাট্ ও কাপড়, এ সকল দেখিতে পাইবে বটে, কিন্তু একটা আদর্শ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ইহাদের কোনও সম্বন্ধই নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইবে না। কাজেই, একটা সুন্দর ও অপরটা কদাকার, এ কথা বলা অসম্ভব হইবে। সত্য, ন্যায়, এবং পবিত্রতার যদি একটা সার্ব্বভৌমিক আদর্শ তোমার অন্তরে না থাকে, তাহা হইলে সত্য কথা ও মিথ্যা কথা, ন্যায় ও অন্যায়, ঈশার সতত্তা ও জুদাসের বিশ্বাসঘাতকতা, ইহার ভেদাভেদ উপলব্ধি করা অসাধ্য হইবে। মানবপ্রকৃতির সর্ব্বত্রই এই বিধান প্রচলিত। সর্ব্বত্রই যাহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক, তাহাই বিশেষ ব্যক্তিতে, বিশেষ দেশে, বা বিশেষ কালে, প্রকাশিত সত্তা ও জ্ঞানের ভিত্তিভূমি। অনন্ত ঈশ্বরই মানবাত্মার এক-

মাত্র সার্ব্বভৌমিক লক্ষ্য। অতএব ঈশ্বর-প্রীতিই মানবের সর্ব্বপ্রকারের উৎকর্ষের নিধান।

মানবের বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় ও আত্মা,—এই বৃত্তি-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীর প্রকৃতি ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রতীত হইবে।

১। বুদ্ধি।

বুদ্ধি ঈশ্বরকে সত্যরূপে অনুধ্যান করে। কারণ সত্যই মানববুদ্ধির সার্ব্বভৌমিক বিহার-ক্ষেত্র। "তোমার সমুদায় মনের দ্বারা প্রভু পরমেশ্বরকে প্রীতি কর"—ইহার মর্ম্ম সত্যেতে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে, ভগবানের যে প্রকাশ তাহাকে প্রীতি কর, অর্থাৎ সত্যকে প্রীতি কর;—বিশেষ স্থলে, বিশেষ সত্যকে নহে, কিন্তু সর্ব্বত্র সকল প্রকারের সত্যকে, উপকারী বা ব্যবহারোপযোগী বলিয়া নহে, কিন্তু সত্য বলিয়াই, সত্যকে নিষ্কামভাবে, প্রীতি কর; সত্য বুদ্ধির নিকটে সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ বলিয়া, তাহাকে প্রীতি কর। আমরা সসীম বিষয়েও অসীম সত্যের আভাস প্রাপ্ত হই বলিয়াই, এ সকলের আলোচনাতে বুদ্ধির আনন্দ উপচিত হয়। এই অসীম অনন্ত সত্যই মানব বুদ্ধির চিরন্তন গতি, ও অন্য-নিরপেক্ষ লক্ষ্য।

সত্যের সমাদর সর্ব্বত্রই মানসিক উৎকর্ষের অতিপ্রধান লক্ষণ।

কিন্তু সার্ব্বভৌমিক সত্যের প্রতি একটা সার্ব্বভৌমিক প্রীতি না থাকিলে, প্রকৃত পক্ষে নিষ্কাম ভাবে, কোন বিশেষ সত্যের প্রতি বিশেষ প্রীতি হওয়া অসম্ভব ও অসাধ্য। কারণ, বুদ্ধির প্রত্যেক বিশেষ কার্য্যই, সর্ব্বদা সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক যাহা, তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়।

সত্য-প্রিয়তাতেই ভক্তির মানসিক প্রকাশ। সকল প্রকারের সত্যের প্রতি নিষ্কাম প্রীতিরূপেই মানব-বুদ্ধিতে ভক্তি প্রকটিত হইয়া থাকে। অতএব দেখিতেছি, এই ভক্তি বুদ্ধিগত সর্ব্বপ্রকারের উৎকর্ষেরই ভিত্তিভূমি। শিল্পে, বিজ্ঞানে, ব্যবহারশাস্ত্রে, ও দৈনন্দিন জীবনে, যেখানেই সত্যের প্রতি প্রীতি প্রকাশিত, সেইখানেই ভক্তিও তাহার ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই ভক্তিকে পরিহার করিয়া তুমি বিভিন্ন আকারে তোমার কাজে আইসে বা সখের তৃপ্তি করে বলিয়া, সত্যের কার্য্যকারিতাকে প্রীতি করিতে পার; কিন্তু সত্যের কার্য্যকারিতাকে প্রীতি করা, ও সত্যকে, সত্য বলিয়াই, প্রীতি করা,—এ দুয়ের মধ্যে দিবারাত্রি প্রভেদ। আমরা অনেক সময়ই তো এমন লোক দেখিতে পাই, যাহারা সত্যের সুবিধাটুকুকে বড় ভাল বাসে, কিন্তু সত্যকে একটুকুও প্রীতি করে না। যাহারা সত্যকে সর্ব্বদাই আপনার পক্ষে পাইতে চাহে, কিন্তু আপনারা কখনও সত্যের পক্ষ আলিঙ্গন করিতে রাজি হয় না। যখন সত্যের দ্বারা তাহাদের কোনও বিশেষ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ না হয়, তখন তাহারা সত্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে ও পীটারের

ন্যায় বলিয়া উঠে, "আমি এ ব্যক্তিকে চিনি না (খ)।" এইরূপে সুদিনে যাঁহারা পরম জ্ঞানী ও সত্যপরায়ণ ছিলেন, দুর্দ্দিনে, পরীক্ষা প্রলোভনের সময়ে, তাঁহারাই আবার আপনাদিগকে নরাধম বলিয়া প্রমাণিত করেন।

২। বিবেক।

বিবেক বিধাতাকে ন্যায় ও মঙ্গলরূপে অনুধ্যান করে। কারণ ন্যায় ও মঙ্গলই বিবেকের কার্য্যের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি-ভূমি। ঈশ্বরকে বিবেকের দ্বারা প্রীতি করা, ইহার অর্থই ন্যায়ে ও মঙ্গলে তাঁহার যে প্রকাশ তাহাকে প্রীতি করা; অর্থাৎ ন্যায় ও মঙ্গলকে প্রীতি করা, কেবল কোনও বিশেষ ন্যায্য বা মঙ্গলকর বিষয়কে বিশেষভাবে, তাহার কোনও কার্য্য-কারিতার বা সুবিধার জন্য নহে, কিন্তু সকল প্রকারের ন্যায্য ও মঙ্গলকর বিষয়কে সকল সময়ে, ন্যায্য ও মঙ্গলকর বলিয়াই, প্রীতি করা। কারণ, ন্যায় ও মঙ্গলভাব সর্ব্বদাই বিবেকের নিকটে অতি মনোরম ও প্রীতিপ্রদ। এই সংসারের পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য বিষয় ও ঘটনাদিতে আমরা অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য

(খ) পীটার ঈশার শিষ্যবর্গের মধ্যে অতি প্রধান ছিলেন। রাজপুরুষেরা খৃষ্টকে ধরিয়া লইয়া গেলে, একটী স্ত্রীলোক পীটারকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল, "এ ব্যক্তি ঈশার সঙ্গে ছিল।" তখন পীটার শপথ করিয়া বলিলেন—"আমি এ ব্যক্তিকে জানি না।" ইহার কিছুক্ষণ পরে আবার একদল লোক আসিয়া বলিল,—"নিশ্চয়ই তুমি ইহাঁর দলের লোক। তোমার কথাতেই তাহা জানা যায়।" পীটার তখন আবার শপথ করিয়া বলিলেন "আমি এ ব্যক্তিকে চিনি না।" মেথু ২৬ অধ্যায়—৬৯-৭৪।

মঙ্গলেরই আভাস প্রাপ্ত হই। এই অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য মঙ্গলই বিবেকের চিরন্তন গতি ও অন্যনিরপেক্ষ লক্ষ্য।

ন্যায় ও মঙ্গলকে প্রীতি করা নৈতিক উৎকর্ষের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে সার্ব্বভৌমিক ন্যায় ও মঙ্গলের প্রতি একটা সার্ব্বভৌমিক প্রীতি প্রাণে না থাকিলে, বিশেষ ন্যায্য বা মঙ্গলকর কার্য্যের প্রতি বিশেষ প্রীতি কখনই জন্মিতে পারে না। কারণ সমুদায় নৈতিক বিষয়ে বিশেষ ও ব্যক্তিগত যাহা, তাহা সর্ব্বদাই সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক যাহা, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে।

ন্যায় ও মঙ্গল-প্রিয়তাতেই ভক্তির নৈতিক প্রকাশ। সকল প্রকারের ন্যায় ও মঙ্গলের প্রতি নিষ্কাম প্রীতিরূপেই মানব-বিবেকে ভক্তি প্রকাশিত হয়। এই ভক্তি সর্ব্ব প্রকারের নৈতিক উৎকর্ষের ভিত্তিভূমি। এই ভক্তিকে পরিহার করিয়া, তুমি তোমার কাজে লাগে বলিয়া, ন্যায় ও মঙ্গলবিশেষকে প্রীতি করিতে পার সত্য; কিন্তু সে অবস্থায় তুমি যে ন্যায় ও মঙ্গলকে প্রীতি কর, তাহা নহে, কিন্তু তোমার স্বার্থসাধনে ন্যায় ও মঙ্গলের অনুসরণে যে সুবিধাটুকু হয়, সেই সুবিধাটুকুকেই ভালবাসিয়া থাক। জুদাসের ন্যায় ঈশার শিষ্যবর্গের মধ্যে আর কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে, বা তাঁহার সেবার্থে যে অর্থ ব্যয় হইত, তাহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতে এত উৎসুক ছিল? অথচ এই জুদাসই পরিণামে তাঁহাকে আপনার সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিপক্ষদলের নিকটে ধরাইয়া

দিল। অনেকেই ন্যায় ও মঙ্গলকে আপনাদের স্বপক্ষে পাইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু আপনারা ন্যায় ও মঙ্গলের পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহে না। এ জগতে অনেক লোক বিশেষ বিশেষ অন্যায় ও অমঙ্গল নিবারণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও মঙ্গলকে প্রীতি করে না; এবং আপনাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধ হইলেই নিজেরাও অপরের সম্বন্ধে অনুরূপ অন্যায় ও অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হয় না*। কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তি হইতে ন্যায় ও মঙ্গলের প্রতি যে প্রীতি জন্মে, তাহার লক্ষণ অন্যরূপ। বিশেষক্ষেত্রে, বিশেষ-ভাবে, কোনও বিশেষ অন্যায়-অমঙ্গল দূর করিয়াই ভক্তি তৃপ্ত হয় না; বিশ্বের সর্ব্বত্র ন্যায় ও মঙ্গলের শুভ্রজ্যোতিঃ বিকীর্ণ দেখিবার জন্যই ভক্ত চিরদিন লালায়িত।

৩। হৃদয়।

হৃদয় ভগবানকে প্রেমময়রূপে অনুধ্যান করে। কারণ প্রেমই হৃদয়ের সমুদায় কার্য্যের সার্ব্বভৌমিক অবলম্বন। হৃদয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রীতি করার অর্থই প্রেমে তাঁহার যে প্রকাশ তাহাকে প্রীতি করা। অর্থাৎ প্রেমকে প্রীতি করা,—প্রেমের জন্য প্রেমকে প্রীতি করা। কারণ হৃদয়বৃত্তির নিকটে প্রেমই সর্ব্বতোভাবে মনোজ্ঞ ও প্রীতিপ্রদ বস্তু।

বুদ্ধি এবং বিবেক সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, হৃদয়

সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুজ্য। এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

প্রেমরূপে ভগবানকে প্রীতি করা, ইহাই হৃদ্গত ভক্তির লক্ষণ; এবং এই ভক্তি হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকারের উৎকর্ষেরই ভিত্তিভূমি। ভাবেই বুদ্ধি এবং বিবেকের তৃপ্তি হয়; সত্য ও মঙ্গলভাবকে পাইলেই বুদ্ধি এবং বিবেক কৃতার্থ হইয়া যায়। কিন্তু এইরূপ কেবলমাত্র ভাবেতে হৃদয় তৃপ্ত হয় না। হৃদয় কেবল ভাব চাহে না, কিন্তু ব্যক্তি চাহে, এবং ব্যক্তিকেই প্রীতি করে। কিন্তু আপনার স্বার্থ ও সুবিধার জন্য কাহারও প্রেম আকাঙ্ক্ষা করা এক কথা; আর কাহারও উপরে আপনার জীবনের সমুদায় আনন্দ প্রতিষ্ঠিত করিতে ও আপনি তাহার জীবনের সমুদায় আনন্দের আধার হইতে ইচ্ছা করা, এ স্বতন্ত্র কথা। তবে মানুষ সসীম ও অপূর্ণ বলিয়া কখনও তাহাকে প্রেম দান ও তাহার প্রেম লাভ করিয়া, হৃদয়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি সাধিত হয় না। কারণ, এ জগতে কোনও ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না; কেহই অন্য-নিরপেক্ষভাবে হৃদয়বৃত্তির বিষয়ীভূত হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বুদ্ধি ও বিবেক যেমন সসীম সত্য ও মঙ্গলকে প্রীতি করিয়াই ক্রমে অসীম সত্য ও অসীম মঙ্গলের আভাস প্রাপ্ত হইয়া, পরিণামে তাহাতেই অবস্থিতি করে, সেইরূপ আমাদের হৃদয়ও সসীম মনুষ্যকে প্রীতি করিয়াই অসীম প্রেমের আস্বাদন করিতে শিক্ষা করে এবং পরিণামে আপনার সেই অন্য-

নিরপেক্ষ আশ্রয় লাভ করিয়া তাহাতেই বিরাম প্রাপ্ত হয়। গণিতবিদ্ যেমন আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর এক একটীকে অবলম্বন করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিক ও অন্যনিরপেক্ষ সত্যে উপনীত হন; নীতিবিদ্ যেমন মানবেতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন ও বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া নীতির ভিত্তি-স্বরূপ, ন্যায় ও মঙ্গলের সার্ব্বভৌমিক ও অন্যনিরপেক্ষ আদর্শ লাভ করেন; প্রেমিক ব্যক্তি তেমনি আপনার পরিচিত বিশেষ বিশেষ নরনারীর প্রেম আস্বাদন ও তাহাদিগকে আপনার অন্তরের প্রীতি অর্পণ করিয়া, ক্রমে হৃদয়ের অসীম আশ্রয় সেই প্রেমময় পুরুষের প্রেমসাগরে গিয়া নিমগ্ন হইয়া যান।

৪। আত্মা।

বুদ্ধি যাঁহাকে সত্যে সত্যস্বরূপ বলিয়া, বিবেক যাঁহাকে মঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া, হৃদয় যাঁহাকে প্রেমের মধ্যে প্রেমস্বরূপ বলিয়া অনুধ্যান করে; আত্মা তাঁহাকেই সত্য, মঙ্গল ও প্রেমের একমাত্র আধাররূপে আপনার মধ্যে অনুধ্যান করিয়া থাকে। কেবল অন্যনিরপেক্ষ সত্য, মঙ্গল, বা প্রেম-রূপে নহে, কিন্তু যাঁহাতে এই সত্য, মঙ্গল, ও প্রেম অবস্থিতি করে, এমন একজন অনন্ত পূর্ণ পুরুষরূপে আত্মা আপনার অন্তরে পরমাত্মার পূজা করিয়া থাকে। কারণ, এই অদ্বিতীয় পূর্ণপুরুষই আত্মার অন্যনিরপেক্ষ বিষয়রূপে প্রতিষ্ঠিত রহি-

য়াছেন। বুদ্ধির নিকটে যিনি সত্য, বিবেকের নিকটে যিনি মঙ্গলময়, হৃদয়বৃত্তির নিকটে যিনি প্রেমময়; আত্মার নিকটে তিনিই অন্যনিরপেক্ষভাবে সত্য-মঙ্গল-প্রেমময় মহাপুরুষ; আত্মার নিকটে তিনি সর্ব্বতোভাবেই মনোমোহন ও প্রীতিপ্রদ। আত্মা প্রথমে, অজ্ঞাতসারে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায়, তাঁহার প্রতি প্রধাবিত হয়। কিন্তু কালক্রমে, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তি-মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকে।

বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় এবং আত্মা, এই চতুর্ব্বিধ প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াই ঈশ্বর-প্রীতি পূর্ণাঙ্গ-ভক্তিতে পরিণত হয়। মানবাত্মার এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের যথাযথ ও স্বাভাবিক পরিচালনা ব্যতীত এই ভক্তির উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব ইহা অতি বিশদরূপে প্রমাণিত হইল যে, ভক্তিই মানবের সর্ব্ব প্রকারের উৎকর্ষের ভিত্তিভূমি এবং মানবের বৃত্তিনিচয়ের যথাযথ, পূর্ণবিকাশ সম্পাদনের জন্য ভক্তি-সাধন একান্ত প্রয়োজনীয়।

কখনও কখনও মানবের অজ্ঞাতসারেও তাঁহার অন্তরে ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় মানুষ ভাবে যে সে ব্যক্তি কেবল কোনও বিশেষ সত্যকে, বিশেষ মঙ্গলকে, বা বিশেষ প্রিয়-ব্যক্তিকেই প্রীতি করিতেছে। কিন্তু সে জানে না যে, সার্ব্বভৌমিক সত্য, মঙ্গল ও প্রেমের প্রতি, সজ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক, হৃদয়ের গভীর আস্থা ও প্রীতি না

থাকিলে কখনও বিশেষ বিশেষ সত্য, মঙ্গলভাব, বা প্রিয়-পাত্রকে প্রীতি করিতে পারা যায় না। সে ব্যক্তি এ বিষয়ে চিন্তা করে না; এইরূপ ভাবে ভগবানকে প্রীতি করিবার বাসনাও তাহার প্রাণে জাগ্রত হয় না। কিন্তু তথাপি ইহা সত্য যে সে ঈশ্বরকেই প্রীতি করে। অনেক গণ্যমান্য পণ্ডিতলোক এ জগতে ধর্ম্মভাববিহীন, নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ, আপনারাও আপনা-দিগকে ধর্ম্মহীন নাস্তিক বলিয়া আখ্যাত করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ইহাঁদের অনেকের অন্তঃপ্রকৃতি, ইহাঁদিগের অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায়, আপনার অন্তর্নিহিত ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভগবস্তক্তির প্রমাণ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাঁরা সত্যকে, নিষ্কামভাবে, সত্য বলিয়াই, প্রীতি করেন; অসত্যের দ্বারা আপনাদিগের বুদ্ধির বিশুদ্ধতা নষ্ট করা অপেক্ষা সত্যের জন্য জীবন দান করা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করেন; এবং যদিও ইহাঁরা ইহা অবগত হন নাই, যদিও ইহাঁরা এ কথা অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি ইহা অতি সত্য যে,বুদ্ধিগত ঈশ্বরপ্রীতি ইহাঁদের অন্তরে বিকশিত হইয়াছে। মানুষ যত কেন বুদ্ধিমান হউক না, আপনার জটিল মনের সমুদায় শক্তি ও কার্য্য কখনই সম্পূর্ণরূপে জানিতে বা বুঝিতে সক্ষম হয় না। আমাদের চরিত্রের অনেক অতি নিগূঢ় শক্তি ও সম্পত্তি অনেক সময় আমাদিগের অজ্ঞাতে ও অলক্ষিতে, ভূগর্ভস্থ বীজের ন্যায়, অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর-প্রীতিও, এইরূপে, অনেকসময়, আমাদিগের

আত্ম-জ্ঞানের আলোক-ধৌত উদ্যানে মুকুলিত ও বিকশিত হইবার পূর্ব্বে, আত্মদৃষ্টির অন্তরালে, আমাদিগের অন্তঃপ্রকৃতি-গর্ভে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি সত্যকে প্রগাঢ় প্রীতি করেন, কিন্তু সত্যস্বরূপের নামে, ঘৃণায় ও তাচ্ছিল্যে, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা জনসাধারণের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত অনেক কঠিন তত্ত্ব আবিস্কার ও আয়ত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু কখনও আপনাদিগের প্রকৃতি-নিহিত ধর্ম্ম-বৃত্তির আলোচনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আকাশের অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জকে গণনা করিয়া, তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু আপনাদের প্রকৃতি-নিহিত শক্তি ও সম্পত্তি রাশির হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং ইহাঁরা জানুন আর নাই জানুন, ইহাঁদের অন্তরে যে বুদ্ধিগত ভক্তিভাব প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে, এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অপর কেহ কেহ ন্যায় ও মঙ্গলকে প্রীতি করেন। ন্যায় ও মঙ্গলের অনুসরণে জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় বলিয়া নহে, কিন্তু ন্যায় ও মঙ্গলভাব তাঁহাদের বিবেকের সঙ্গে পরম প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ বলিয়া, নিষ্কামভাবে ন্যায় ও মঙ্গলকে প্রীতি করেন; এবং ন্যায় ও মঙ্গলের জন্য অম্লানবদনে অশেষ প্রকারের ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাঁরাই আবার ধর্ম্মের নামে গভীর ঘৃণা প্রকাশ করেন; বিধাতা পুরুষের বিধাতৃত্ব, এমন কি, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন; এবং

আমরা যাহাকে ঐশীশক্তি জ্ঞানে পূজা করি, তাহাকে অন্ধ জড়শক্তি বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল ব্যক্তির জীবনেরও, অজ্ঞাতে এবং অলক্ষিতে, অনাদৃত ও মোহাবৃত থাকিয়া, ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই তাঁহাদের প্রাণে ন্যায় ও মঙ্গল বিশেষের প্রতি প্রীতিভাব জাগ্রত এবং তাঁহাদের চরিত্রে নীতির শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেয়। ইহারা অন্যনিরপেক্ষ ন্যায় ও মঙ্গল কাহাকে বলে, প্রাণের মধ্যে তাহাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কিন্তু এই অন্যনিরপেক্ষ ন্যায় ও মঙ্গলই যে শিব-স্বরূপ পরমেশ্বর ইহা বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হন না।

আমি এমন সকল নরহিতৈষী ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, যাঁহারা ভক্তিকে আদর করেন না; ভক্তিকে ভাল বাসেন না। যাঁহারা বলেন ভক্তি কেবল চন্দ্রালোকের ন্যায় কল্পনা ও মনের কোমল ভাবকে পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু দিবালোকের মত জীবনে উত্তাপ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। ইহাঁরা প্রেমের নামে উন্মত্ত হইয়া উঠেন, ব্যক্তিবিশেষকে প্রাণ দিয়া প্রীতি করেন; অপরের আনন্দ বিধান করিতে যাইয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন; কিন্তু ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, বলিয়া স্বীকার করেন না; ঈশ্বরপ্রীতি কাহাকে বলে, সে জ্ঞান পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের নাই। অথচ আমি জানি যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ইহাঁদের যে গভীর প্রেম, তন্নিম্নে সমুদায় লোক-মণ্ডলীর প্রতি একটা নিঃস্বার্থ ও অন্যনিরপেক্ষ প্রেমভাব ইহাঁদের অন্তরে অন্তঃসলিলের মত সতত প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ইহাঁরা স্থানবিশেষে প্রেমের প্রকাশ মাত্র জানিয়াছেন, প্রেমের সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। শ্যাম বা শ্যামার প্রতি যে বিশেষ প্রেমভাবটুকু কেবল তাহাই আস্বাদন করিয়াছেন, অনন্ত প্রেমবস্তুর আস্বাদন করেন নাই। কিন্তু ইহাঁরা না জানিলেও ইহাঁদের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি বিরাজ করিতেছে।

আমি এমন এক ব্যক্তিকে জানি যাঁহার প্রাণে এই বিশ্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আছে; কিন্তু বিশ্ববিধাতার কোনওই অনুভূতি নাই। যিনি এই বিশ্বমধ্যে প্রকটিত সত্য ও সৌন্দর্য্যকে ভাল বাসেন; বিশ্ববিধানে প্রতিষ্ঠিত ন্যায় ও মঙ্গলের ভাবকে শ্রদ্ধা করেন; এবং যে অনন্ত প্রেমস্রোত এই জগতের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া, সকলপ্রাণীকে সুখী করিতেছে, তাহা দেখিয়া আপনি নিরুপম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি ইনি এ জগতের মধ্যে জগৎরচয়িতার কোনওই পরিচয় প্রাপ্ত হন না। যাহাতে তাঁহার বুদ্ধিতে সত্য এবং সৌন্দর্য্য, তাঁহার বিবেকে, ন্যায় এবং মঙ্গল এবং হৃদয়ে প্রীতি ও প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে, তাহাকে তিনি কেবলমাত্র এক জড়শক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন না। ইহাঁর অন্তরে পূর্ণাঙ্গ ভক্তির সকল অঙ্গই বিদ্যমান রহিয়াছে; কেবল সজ্ঞান ভক্তিতে যেমন ভক্তির সমুদায় অঙ্গ জ্ঞানের ভূমিতে সম্মিলিত ও একীকৃত হইয়া, পরম মনোহর বস্তুতে পরিণত হয়, ইহাঁর অন্তরে সেরূপ হইতে পারে নাই।

এই অজ্ঞান ভক্তিই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। সচরাচর শৈশবে এই অজ্ঞান ভক্তি অপরিহার্য্য। ইহা হইতেই শৈশব জীবনের সরল মাধুরী উৎপন্ন হয়। কিন্তু উষাকালের রক্তাভ আলোক-রেখা যেমন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের পূর্ব্বাভাষ প্রদান করে; সেইরূপ শৈশবের এই অজ্ঞান ভক্তি পরিণত বয়সের পূর্ণ বিকসিত ভক্তিভাবের পূর্ব্ব-লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইহার স্ফূর্ত্তি হওয়াই উচিত ও স্বাভাবিক। জীবনের অভিজ্ঞতা লাভে আত্মদৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইলে, শৈশবের এই অজ্ঞান ভক্তিভাবও ক্রমে জ্ঞানের ভূমিতে আসিয়া প্রস্ফুটিত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে, আত্মজ্ঞানের আলোক সংস্পর্শে, শৈশবের এই স্বাভাবিক ভক্তিভাবকে সতেজ ও সুন্দর করা, বয়োবৃদ্ধি সহকারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় ও আত্মা এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের যথাযথ বিকাশ সাধনের দ্বারা, এই ভক্তির পূর্ণতা সম্পাদন করা মানবমাত্রেরই প্রধানতম কর্ত্তব্য।

যেমন আত্মজ্ঞানের অবস্থা অজ্ঞানান্ধতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেমন পরিণত বয়সের বিচারশক্তি শৈশবের সহজবুদ্ধির স্বাভাবিক প্রেরণা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ পরিপক্ক-বুদ্ধি মানবের সজ্ঞান ভক্তি সুকুমারমতী বালিকার স্বাভাবিক ও সহজবুদ্ধিজাত অজ্ঞান-ভক্তি অপেক্ষা মানবাত্মার উন্নততর অবস্থার পরিচায়ক। সুতরাং যে পণ্ডিত ব্যক্তি সত্যের জন্য সত্যকে প্রীতি করেন, কিন্তু আপনার বুদ্ধি দ্বারা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে অনুভব করিতে অক্ষম; এই অক্ষমতানিবন্ধনই তাঁহার

পাণ্ডিত্য আপনার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে অসমর্থ হয়। সত্যকে প্রীতি করিয়া, সমুদায় সত্যের আকর ও আধার ঈশ্বরকেই প্রীতি করিতেছেন, এ কথা যিনি না জানেন, বুদ্ধি-শক্তির একটা দিক্ অকর্ম্মণ্য ও অব্যবহৃত থাকিয়া, তাঁহার মনের সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক বিকাশের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। যে ন্যায়বান ব্যক্তি, সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে ন্যায় ও মঙ্গলকে প্রীতি করেন; সসাগরা ধরণীর রাজ্যসম্পদের লোভেও যিনি কেশাগ্রপরিমাণে ন্যায়ের সরল পথ হইতে বিচলিত হন না; এমন কি, যাঁহাকে পারলৌকিক নরকভীতি, বা স্বর্গলালসাও সত্য ও মঙ্গলভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় না; এই ন্যায় ও মঙ্গলকে প্রীতি করিয়া শিবস্বরূপ ঈশ্বরকেই প্রীতি করিতেছেন, ইহা প্রাণে অনুভব না করিলে, তাঁহার বিবেকে ও জীবনে ন্যায় ও মঙ্গল-শক্তি কদাপি আপনার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। যে প্রেমিক পুরুষ প্রাণের টানে প্রেমপাত্রকে প্রীতি করেন, যাঁহার বলবতী লোকপ্রীতি, লোকহিতব্রতে সমুদায় শক্তি,সামর্থ্য, ধন, সম্পদ ও জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে সতত সমুদ্যত,—লোকমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার এ গভীর প্রেম যে সেই লোকাতীত প্রেমময় পুরুষের প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেমভাবেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র, ইহা উপলব্ধি না করিলে, তাঁহার হৃদয়ের এই গভীর প্রেম-শক্তিও ভগবন্নির্দ্দিষ্ট গভীরতা সম্যক্‌রূপে লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং তজ্জন্য তাঁহার এই বলবতী প্রীতি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া থাকে। যে

মানবের প্রাণ এই বিশ্বের প্রতি গভীর প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত; বিশ্বমধ্যে প্রকটিত জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, ন্যায় ও মঙ্গল-ভাব উপলব্ধি করিয়া যাঁহার অন্তর বিস্ময়ে পরিপূর্ণ; সামান্য কুসুমের হৃদয়-নিহিত সুগন্ধ-মাধুর্য্যে যাঁহার হৃদয় প্রেমে বিভোর;—যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান, মঙ্গল, প্রেম ও সৌন্দর্য্যে তিনি বিমোহিত, সত্য, জ্ঞান, মঙ্গল ও প্রেমের আধাররূপে যে বিশ্বশক্তি ও বিশ্বরূপ তাঁহার নিকটে সতত সমাদৃত ও পূজিত, তাহা যে এক মহান অনন্ত পুরুষের অনন্ত সত্য-মঙ্গল-প্রেমভাবের কণামাত্র লইয়া রচিত, এ কথা না জানিলে তাঁহার মনুষ্যত্ব কদাপি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যখন এই সকল অজ্ঞান ভক্ত প্রকৃত আত্মদৃষ্টি লাভ করেন; তাঁহাদের অন্তরাত্মা মধ্যে যখন ব্রহ্মজ্ঞান স্ফূরিত হয়; বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় এবং আত্মার দ্বারা তাঁহারা এতকাল অজ্ঞাতসারে যে সত্য-মঙ্গল-প্রেমময় পূর্ণব্রহ্মকে প্রীতি করিতেছিলেন, তিনি যখন ভুবনমোহনরূপে তাঁহাদের জ্ঞানের ভূমিতে আসিয়া দণ্ডায়মান হন; তখন এই সকল পণ্ডিত, নীতিমান, প্রেমিক ও জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরের পূর্ব্বকার বিশেষ বিশেষ প্রীতিভাব প্রেমময়ের চরণসংস্পর্শে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তখন ইহাঁরা আপন আপন অন্তরের পূর্ব্বতন ভক্তিভাবের অপূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া, আপনাদিগের চরিত্রের সেই সকল অভাব পূর্ণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। যাঁহার সত্যলিপ্সা বলবতী কিন্তু ন্যায় ও প্রেমভাব ক্ষীণ, তিনি নীতি ও প্রেমসাধনে নিযুক্ত হইয়া; যাঁহার ন্যায়ের

প্রতি গভীর প্রীতি আছে, কিন্তু জ্ঞান ও প্রেমের প্রতি প্রাণের টান নাই, তিনি বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচালনা করিয়া ; যাঁহার প্রেম প্রবল কিন্তু জ্ঞান ও মঙ্গলভাব নিষ্প্রভ, তিনি এ সকলকে জাগ্রত করিয়া ; আর যাঁহার বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় সকলই সতেজ, কিন্তু অন্তরে ধর্ম্মের প্রাণরূপী প্রকৃত বিনয় ও শ্রদ্ধাভাব অসাড় ও মৃতপ্রায়, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দ্বারা,—ক্রমশঃ আপনার ভক্তিভাবের অপূর্ণতা দূর করিয়া, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চরিত্র লাভ করিয়া থাকেন। ভক্ত তখন এই বিস্তৃত বিশ্বের সর্ব্বত্র এক ব্রহ্মশক্তিরই বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করেন। তখন জ্ঞানী জ্ঞানালোচনা কালে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরেরই জ্ঞানভাব তাঁহার বুদ্ধিকে আসিয়া আলিঙ্গন ও আলোকিত করিতেছে, দেখিয়া বিনয় ও শ্রদ্ধাতে নতশির হইয়া যান। সাধু ন্যায় ও মঙ্গলের প্রেরণামধ্যে মঙ্গলস্বরূপ বিধাতা পুরুষেরই অঙ্গুলী সঙ্কেত প্রত্যক্ষ করিয়া বীরদর্পে আপনার কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। প্রেমিক আপনার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকারের নিষ্কাম প্রীতির মধ্যে প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমেরই আস্বাদন পাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। এবং ভক্ত তখন, এই মহান বিশ্ব-শক্তি-মধ্যে অনাত্মবাদী নাস্তিক বা অদৃষ্টবাদী বৈদান্তিকের ন্যায় কেবল একটা মমতাহীন, প্রেমহীন, দয়াহীন, দৃষ্টিহীন বিরাটশক্তির বিকট ক্রীড়া দর্শন করেন না, কিন্তু এক অনন্ত সত্য-জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গলময় পুরুষের প্রেম ও মঙ্গললীলা প্রত্যক্ষ করিয়া পরা শান্তি লাভ করেন। তখন তাঁহার মন সত্যস্বরূপের সত্য

ভাবে, বিবেক মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাবে, হৃদয় প্রেমময়ের প্রেম-ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যায়; এবং ভক্ত আপনার জীবনকে সেই সর্ব্ব-জীবনাধারের চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যান। এইরূপে তাঁহার অন্তরস্থ ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ সকল ভগবানের চরণে সম্মিলিত হইয়া, প্রত্যেক বৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশের দ্বারা, ভক্তির পূর্ণতা সম্পাদিত করে; এবং এই পূর্ণাঙ্গ ভক্তির সংস্পর্শে তাঁহার অন্তরের বিভিন্নবৃত্তি নিচয়েরও এক অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব বিকাশ সাধিত হয়।

এই সার্ব্বভৌমিক শক্তিচতুষ্টয় একবার বিকশিত হইয়া আত্মজ্ঞানের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, এবং মানব এই সাধন-পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, তাঁহার ভক্তিভাব হয় আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী একটা সহজ প্রণালীতে পরিচালিত এবং স্বাভাবিক আকারে প্রকাশিত হয়; নতুবা তাঁহার সমাজ বা সম্প্রদায়ের সনাতন সংস্কারের আবর্ত্তে নিপতিত, ও প্রাচীন প্রণালীতে আবদ্ধ হইয়া, একটা জটিল পন্থা অবলম্বন ও একটা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। মানব ভক্তিভাবকে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়াছে। ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ও সাধন কি, এ বিষয়ে অনেক আলোচনা ও চেষ্টা চরিত্র হই-য়াছে। জগতের সাধুমণ্ডলীর জীবনচরিত এই সকলের বিবরণে পরিপূর্ণ। অন্যান্য বিষয়ে মানবের চেষ্টা চরিত্রের ন্যায়, ভক্তি-বিষয়েও এ সকল চেষ্টা চরিত্র প্রায় সর্ব্বত্রই নিষ্ফল হইয়াছে। বারম্বার শর-ক্ষেপ করিতে করিতেই অবশেষে লক্ষ্য

বিদ্ধ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের ইতিহাসেও মানব-চেষ্টার এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কৃষিবিদ্যা, নৌ-বিদ্যা বা রাজনীতি সম্বন্ধে ঠিক ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে মানুষকে কতবারই না কত রকমে চেষ্টা চরিত্র ও পরীক্ষা-আন্দোলন করিতে হইতেছে, ইহা কে না জানে? বিজ্ঞানের ইতিহাস, মানববুদ্ধির ভ্রমের ইতিহাসের নামান্তর মাত্র। জ্যোতির্ব্বিদ্যার ইতিহাসের ন্যায়, ধর্ম্মের ইতিহাসও মানবের ভ্রান্ত ও নিষ্ফল চেষ্টার বিবরণে পরিপূর্ণ। সুতরাং ভক্তিলাভ করিয়াও যে লোকে ভক্তির বিকাশ ও প্রকাশ করিতে যাইয়া অশেষ প্রকারের ভুল ভ্রান্তি করিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

কারণ ভক্তিসাধনের উপায় সর্ব্বত্র সমান হইতে পারে না। কোনও বিশেষ উপায়ে শৈশবে ভক্তিভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে। শৈশবাবস্থার জন্য এ সকল উপায় অত্যাবশ্যক ও উপযোগী। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একটু বিকসিত হইয়া উঠিলে, ইহাদের আর কোনও আবশ্যকতা বা উপযোগিতা থাকে না। তখন মানুষকে এই সকল বাহ্য উপায়ের উপর নির্ভর করিতে হয় না। বর্দ্ধিত মনোবৃত্তির উপযোগী উপায়ান্তর তখন প্রয়োজন হয়। বয়োবৃদ্ধি হইলে মানুষ আর শৈশবের ধর্ম্মশ্লোকের পুনরাবৃত্তি করে না; করা নিষ্প্রয়োজন। ইহা যেমন ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে সত্য, তেমনি ব্যক্তি-সমষ্টি—সম্প্রদায় বা জাতিসম্বন্ধেও ঠিক সত্য। সমাজের শৈশবে যে সকল মন্ত্র তন্ত্র বলি ও উপাসনা, ভক্তিসাধনের অঙ্গরূপে প্রচলিত ও পরিগণিত হয়,

জ্ঞানবিকাশের পরে আর সেরূপ হইতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় অলস মানুষ সহজেই বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াও এই সকল প্রাচীন পন্থার পার্শ্বেই চিরদিন পড়িয়া থাকিতে চাহে। এই অলসতা হইতেই তাতারদেশের অসভ্য অধিবাসিগণ পুরুষপরম্পরাগত প্রণালী অনুসারে, পুরুষ-পরম্পরাধিকৃত সংকীর্ণ গোচারণক্ষেত্রেই আপনাদিগের গোমেষাদি চারণ করিয়া থাকে ; কিন্তু সভ্যতর জাতি সকল, আপনার দেশে স্থানাভাব ও অন্নাভাব হইলে, নব নব ভূভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। পিতামাতা কি সুন্দর উপায়েই না সন্তানের দেহবিকাশের সহায়তা করিয়া থাকেন! ক্ষুদ্র শিশুকে হাঁটিতে শিখাইবার জন্য তাঁহারা কত প্রকারে লাঠি ও গাড়ী আনিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে লাটিম, ঘুড়ি, প্রভৃতি কত খেলনা দিয়া, তাহার শারীরিক ব্যায়ামের সাহায্য করেন! তাহার বুদ্ধি বিকাশের জন্যও এইরূপ কতই না উপায় উদ্ভাবিত হয়! তাহার বর্ণ-জ্ঞান লাভের জন্য ছবি, বহি ও কত কি, আনিয়া দেওয়া হয়! তাহার চঞ্চলমতির স্থিরতা ও কোমল বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনের জন্য এবং শিশুবোধ, বর্ণ-পরিচয়, কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প পুস্তক, তাহাকে পাঠ করিতে দেওয়া হয়! গণিত শিখিবার জন্য কত উপায় অবলম্বিত হয়! গোলা গুলির সাহায্যে যোগ, বিয়োগ বা নামতা শিক্ষা করা, এবং সুদূরদর্শী দূরবীক্ষণের সাহায্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি-বিধি গণনা করা, এ দুয়ের মধ্যে কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

অথচ এ দুই এক গণিত শাস্ত্রেরই অঙ্গ। নাবালক শিশু যখন বড় হইয়া সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার দেহ-গঠন যখন পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক হয়, তখন আর সে কাঠের পুতুল লইয়া ক্রীড়া করে না, কিন্তু জনসমাজের স্বাভাবিক কার্য্য কলাপেই, বণিক, নাবিক, কৃষক বা শিল্পিরূপে, আপনার শক্তি সামর্থ্যের পরিচালনা ও পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। বহুকাল পর্য্যন্ত এইরূপে আপনার অবলম্বিত ব্যবসাকার্য্য করিয়া তাহার শক্তিমত্তা ও কার্য্যকুশলতা উভয়ই বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। আবার তাহার বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করিলে, তাহাও সমাজের সেবাতেই নিযুক্ত হয় এবং তদ্দ্বারা মানব আপনার পরিবারের ও দেশের বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করে। বহুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে পরিচালিত ও ব্যবহৃত হইয়া, বুদ্ধিবৃত্তিও নূতন নূতন শক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

এই সকল স্থলে, মানবের শারীরিক বা মানসিক শক্তি সামর্থ্য, স্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া, আপনার বিধি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যই সম্পাদন করে। শৈশবের যে সকল বস্তু ও বিষয়ে তাহার আনন্দ হইত ও যে সকল উপায়ে সে জ্ঞান লাভ করিত, বয়োবৃদ্ধি সহকারে, অনুপযোগী ও অব্যবহার্য্য বলিয়া তাহা পরিহার করে। পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে বর্ণপরিচয় পাঠ কিম্বা ব্যাকরণের আদি সূত্র সমূহের পুনরাবৃত্তি,বা নামতার নিয়ম অধ্যয়ন,কেহই প্রয়োজনীয় বা যুক্তিযুক্ত মনে করে না।কারণ এ সকল আবৃত্তি ও অধ্যয়ন, একজন পরিণত বয়স্ক পণ্ডিতের পরিপক্ক

বুদ্ধি-শক্তি রক্ষা বা বৃদ্ধি করিবার জন্য কখনই উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় না। কোনও সবলকায় কাঠুরিয়াকে কাঠের আবাদ হইতে শৈশবের সূতিকা গৃহে যাইয়া, আপনার শৈশব দোলায় শয়ন করিতে কেহই পরামর্শ দেয় না। লাটিম, বা ঘুড়ি লইয়া খেলা না করিলে, কিম্বা মাতার কোলে আরোহণ করিয়া দিবসের কিয়দংশ পাড়ায় পাড়ায় না বেড়াইলে, যে তাহার কাঠ কাটিবার শক্তি রক্ষিত বা বর্দ্ধিত হইবে না, এ কথাও কেহ বলে না। এ সকল এক সময়ে কাজে লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর কাজে আইসে না। মানব জীবনপথে যত অগ্রসর হয়, এক সময়ে যাহা অতিশয় উপাদেয় ও উপযোগী ছিল, এমন অনেক বিষয় ও বস্তু ততই পশ্চাতে ফেলিয়া আইসে ও তাহাদের ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া যায়।

কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে এই অনিষ্টপাত হইয়াছে যে, কোনও ব্যক্তি, ভগবানের কৃপায়, পরিস্ফুট ও পূর্ণাঙ্গ ভক্তি লাভ করিলেও, লোকে তাঁহাকে শৈশবের সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া, চিরদিনই ধর্ম্মের ক, খ, অধ্যয়ন, ও ভক্তির রূপকথা শ্রবণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকে। ধর্ম্ম জগতের বর্ত্তমান অবস্থায়, ভক্তি পথের ভাস্করাচার্য্যকেও ধর্ম্মের গ্রাম্য পাঠশালায় যাইয়া অঙ্গুলী সাহায্যে যোগ নামতা আবৃত্তি করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার আত্মা যে প্রকৃতিস্থ বা সুস্থ আছে, বা তাঁহার অন্তরে যে আদৌ ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা প্রামাণ্য বলিয়াই পরিগণিত হইবে না। অনন্ত আকাশে অগ্নিময় অক্ষরে

যে মহান অঙ্কপাত হইয়া রহিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, মৃৎলেপিত কাষ্ঠ ফলকের উপরে শরের সাহায্যে দশকিয়া বা শতকিয়া, অঙ্কিত না করিলে, তাঁহাকে ঈশ্বর-দ্বেষী নাস্তিক বলিয়াই পরিচিত হইতে হইবে"। ধর্ম্মজগতেই কেবল আমরা এই কথা শুনিতে পাই যে, একবার যে শিক্ষা বা সাধনা ধর্ম্মজীবন গঠনের সাহায্য করিয়াছে, বারম্বারই তাহার অনুসরণ করিতে হইবে, সেই শিক্ষা বা সাধনা সর্ব্বত্র, সকল কালেই প্রশস্থ ও প্রয়োজনীয়।

এই ধারণা মানবের ধর্ম্ম-জীবনের অশেষ প্রকারের অনর্থের মূল। ইহাই ভক্তির কার্য্যকারিণী শক্তিকে বিপথে পরিচালিত করিয়া, তাহার অপব্যয় করিতেছে। যে শক্তি ঈশ্বরের জগতে অশেষ প্রকারের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিত, তাহাকে কেবল আপনার আভ্যন্তরীণ ভাবোচ্ছ্বাস বর্দ্ধনে নিযুক্ত করিয়া, তাহার মঙ্গলপ্রভাব ক্ষীণ করিয়া দিতেছে। অন্তরের এই ভাবুকতা প্রদীপ্ত করাই, সচরাচর, ভক্তির স্বাভাবিক ও একমাত্র ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার আপনার সম্প্রদায়ের সর্ব্ব-প্রধান ভক্তকে নির্দ্দেশ করিতে জগতের যে কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের গুরু ও নেতা যাঁহাকে ইচ্ছা, অনুরোধ কর, দেখিবে, যে লোক সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মক্ষম, ও সাধুচরিত,—শ্রমশীল শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, বা কৃষাণ,—যাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, বিবেক উজ্জ্বল, প্রীতি প্রশস্ত, যাঁহার সমুদায় জীবন চতুরঙ্গ ভক্তি সাধনের দ্বারা স্ফূর্ত্তি লাভ

করিয়াছে, তাঁহার নামও তিনি করিবেন না। কিন্তু যে কেবল অবিরত আপনার আত্মার কথা লইয়া হা হুতাস করিয়া থাকে; যে বারম্বারই ধর্ম্মজীবনের শৈশবকালের দাগুাগুলি ও উপকথা লইয়াই ব্যস্ত হয় এবং অন্তরের ভাবুকতা প্রদীপ্ত করিবার জন্য, উপাসনালয়ে আসিয়া সতত—"আমি ঘোর পাতকী,—হে প্রভো! আমাকে উদ্ধার কর!"—এই বলিয়া অবিশ্রান্ত ক্রন্দন ও চীৎকার করিয়া থাকে;—তাহাকেই ভক্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। যদি কেহ বস্তুতঃই আপনাকে ঘোর অপরাধী বলিয়া মনে করে, তবে সেই অপরাধের অভ্যাস এখনই, একেবারে, পরিত্যাগ করিয়া, চিরজন্মের মত এই হা হুতাস নিবৃত্তি করা তাহার কর্ত্তব্য। বারম্বার "আমি অপরাধী," "আমি অপরাধী" বলিয়া চীৎকার ও ক্রন্দন করাতে আত্মার ঘোরতর অকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

সচরাচর যে গভীর আসক্তি সহকারে জগতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদিগের প্রাচীন ও প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ড ও ধর্ম্মমতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তাহার মধ্যে এই বিষম ভ্রান্তির আরো সুবিস্তৃত ও পরিস্ফুট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুশা ও সামুয়ালের পরলোকের পর, এই বহু সহস্র বৎসর কালে ধর্ম্মবিজ্ঞানের যে উন্নতি ও ধর্ম্মসাধনের যে নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ইহুদীগণ আজিও সেই প্রাচীন ও জীর্ণ শীর্ণ ক্রিয়া কলাপ ও

মতামত অবলম্বন করিয়াই আপনাদের ধর্ম্মজীবন গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল মত ও সাধন এক সময়ে মানবাত্মার বিকাশের অপরিসীম সহায়তা করিয়াছিল, এবং যে সকল প্রণালীর মধ্য দিয়া মানবের ভক্তিভাব বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু জনসমাজের উন্নতি হেতু যাহা এখন অকর্ম্মণ্য ও অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে, আজিও রোমাণ ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট, এই উভয় সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয়ানেরা তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। সকল সমাজের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকেই অল্প বিস্তর এই ভ্রান্তিতে পড়িয়া রহিয়াছেন; এবং বিজ্ঞান ও যুক্তি অকাট্য প্রমাণের দ্বারা যাহার অসত্যতা নিষ্পন্ন করিতেছে, আপন আপন বুদ্ধি-শক্তিকে স্বহস্তে নিহত করিয়া, সেই সকল প্রাচীন বিশ্বাসকেই প্রাণ-পণে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। যে উপায় অবলম্বনে একবার কোনও বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা পুনরায় অবলম্বন করা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া দেশ কাল পাত্র ও ফলাফল-বিচার বিরহিত হইয়া, চিরদিনই যে সেই একই পন্থা ধরিয়া চলিতে হইবে, ইহার কোনই কথা নাই।

ইহাতে আর একটা গুরুতর অনিষ্টপাত হইয়া থাকে। এতদ্দারা যে কেবল ভক্তির কার্য্যকারিতা বিনষ্ট, ও শক্তি অপব্যয়িত হয়, তাহা নহে; কিন্তু ইহাতে ভক্তির বিকাশও

বন্ধ হইয়া যায়। মাতৃস্তন্য পান করা, মাতৃক্রোড়ে ভ্রমণ করা, শৈশবের পাঠ আবৃত্তি করা, এবং বিহঙ্গম বিহঙ্গমার কথা শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করা, এ সকলে শিশুর শরীর মনের স্ফূর্ত্তির সহায়তা করে বটে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধের শক্তি বিকাশের বিষম ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। এসকলের দ্বারা আমাদের শক্তি বিকাশের যতটা সাহায্য হওয়া সম্ভব, বহুকাল পূর্ব্বেই তাহা লাভ করিয়া নিঃশেষিত করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষন ইহাদের আলোচনা ও আবৃত্তিতে কেবল সময়ের অপব্যয় হয় মাত্র। যে সকল লোক গত দশ বৎসর কাল এই সকল শৈশব ধর্ম্মের সাধন প্রণালী ধরিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি একবার চাহিয়া দেখ। দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁরা যে স্থানে ছিলেন, আজও ঠিক সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। যদি ইহাঁদের কোনও বিশেষ অবনতি না হইয়া থাকে, তবেই যথেষ্ট মঙ্গল। অপোগণ্ড অবস্থার চর্ম্ম-পাদুকা বয়োপ্রাপ্ত বালকের পায়ে পরাইয়া রাখিলে ইহার কি ফল দাঁড়ায়? বালককে চিরদিনই কেবল উপকথা শোনাইয়া রাখিলে, অথবা বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিহঙ্গম বিহঙ্গমার গল্পই জগতের সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম কবিতা-রত্ন, এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে,—তাহার বুদ্ধিশক্তি বিকাশের কি সম্ভাবনা থাকে? যদি তুমি কোনও ব্যক্তিকে বল যে, আজীবন শৈশবক্রীড়ায় আমোদিত এবং শৈশবপাঠে পরিতৃপ্ত হওয়া ও শিশুর ন্যায় মাতৃ অঞ্চল ধারণ

করিয়া আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলি চোষণ করাই মনুষ্যত্বের চরম উৎকর্ষ; এবং এই কথায় যদি তাহার বিশ্বাস জন্মাইতে পার, তবে ইহার ফল কি হইবে? তাহাকে অগ্রে নির্ব্বোধ পশু তুল্য না করিতে পারিলে এমন কথায় তাহার আস্থাই জন্মাইতে পারিবে না। যাহাতে শরীর মনের বিকাশের এরূপ গুরুতর ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাতে ভক্তি-বিকাশেরও সেইরূপই ব্যাঘাতই জন্মাইয়া থাকে। এই বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়া এ জগতে কত সুন্দর ও সুস্থ আত্মা নির্জীব, কুৎসিৎ ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

ভক্তিসাধনের এইরূপ বিকৃতিতে আরো অনিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ লোকদিগের প্রাণে ভক্তি ও সর্ব্বপ্রকারের ধর্ম্মভাবের প্রতি তীব্র বিরক্তি সঞ্চার করিয়া দেয়। অনেকে ভক্তির এই ব্যভিচারে ও ভক্তজীবনের এই সকল সংকীর্ণতা দর্শনে একেবারে ধর্ম্মের নামেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছেন,—আর ধর্ম্মের কথা শুনিতে চাহেন না। পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিষয়ে অপযশের ভাগী হইয়া রহিয়াছেন। সচরাচর ধর্ম্মের নামে যে অর্ব্বাচীনতা ও মূর্খতা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহাদের অনেকেই তাহাতে বিরক্ত হইয়া ধর্ম্মের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান কালের প্রধান প্রধান জ্ঞানী ব্যক্তি-গণ মধ্যে, প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি একজনেরও কোন শ্রদ্ধা বা প্রীতি নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রেই কি আমরা ধর্ম্মের নাম

বেশী শুনিয়া থাকি? যাঁহাদের সাধুতা আছে ও মনুষ্যত্ব আছে, তাঁহারা ধর্ম্মের উল্লেখ করিতে লজ্জা বোধ করেন। ধর্ম্ম এরূপ একটা অর্ব্বাচীন বালকত্বে পরিণত হইয়াছে যে, তাহার নাম গ্রহণ করিতেও পরিপক্কবুদ্ধি লোকদিগের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব ধর্ম্ম এখন আর একটা সমাজ-শক্তি বলিয়াই পরিগণিত নহে। দেশের ক্ষমতাবান ও প্রভুত্ব-শালী লোকেরা সচরাচর ধর্ম্মকে বেশী সম্মান করিয়া চলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের সামাজিক কার্য্য কলাপ বা ব্যক্তিগত চরিত্রে, কুত্রাপি ধর্ম্মের কোনই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। জ্ঞান ও কর্ম্মে যাঁহারা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বত্রই ধর্ম্মভাবকে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করিতেছেন। পদে ও ধনে যাঁহারা সমৃদ্ধ, তাঁহারাও ধর্ম্মের বড় ধার ধারেন না। সমাজের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-স্রোত আপনার পথে আপনি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা মন্দির, দেবালয়, বা মস্‌জিদের সোপানতল পর্য্যন্তও সিঞ্চিত বা বিধৌত হয় না। সাধন-বিকৃতি হইতেই এসকল গুরুতর ও সাংঘাতিক অনিষ্টপাত হইতেছে।

কিন্তু ভক্তির একটা স্বাভাবিক বিকাশও আছে। বলবান ব্যক্তির বলের, কিম্বা জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের প্রকৃত ব্যবহার জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে সেই শক্তি বা জ্ঞান প্রয়োগ করা। বলা বাহুল্য যে, সেইরূপ ভক্তিরও সঙ্গত ব্যবহার, তাহাকে জীবনের কার্য্যে নিয়োগ করা। মনোবৃত্তি সকলকে নির্দ্দিষ্ট

ক্ষেত্রে, আপন আপন স্বাভাবিক কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করাই ভক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া। ঈশ্বর সত্য-মঙ্গল-প্রেমময়; ঈশ্বর-প্রীতিও স্বভাবতঃই সত্য-মঙ্গল-প্রেমভাব-পূর্ণ জীবনে প্রকটিত হইবে। এই সত্য, মঙ্গল ও প্রেম সাধনই মানব ধর্ম্মের এক-মাত্র উপযোগী বিধান। নতুবা কেবল কতিপয় মতে বিশ্বাস জ্ঞাপন করা, কিংবা কোনও সমাজবিশেষের সভ্য হওয়া, অথবা ধর্ম্মের কোনও ক্রিয়াকাণ্ডে যোগদান করা, প্রকৃত ভক্তির সঙ্গে এ সকলের তেমন কোনওই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। ভক্তের ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সদাচারী, ন্যায়বান, প্রেমিকের চরিত্র লাভেই ভক্তির স্বাভাবিক প্রকাশ; এবং এই স্বাভাবিক ক্রিয়ার কোনওরূপ ব্যাঘাত না জন্মাইলে, ভক্তি সর্ব্বদাই জীবনে সাধুতার আকার ধারণ করে; এবং ভক্তকে সর্ব্ব বিষয়ে বিধাতার উপরে নির্ভরশীল ও তাঁহার বিধানের বশ করিয়া রাখে। এইরূপেই ভক্তির শক্তি, ভক্তের অন্তরের ভাবুকতা অযথারূপে প্রদীপ্ত না করিয়া, মানবজীবনে ও জনসমাজে আপনার বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে।

গুণের তারতম্য না থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন জীবনে, ভক্তির পরিমাণের তারতম্য হয়; এবং এই জন্য সেই সকল স্থলে সাধুতারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ভক্তি যেস্থলে অল্প, সাধুতাও সেখানে কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্য বা নীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত তখন অন্তরের আগ্রহে নহে, কিন্তু বৈধী ধর্ম্মের অনুরোধে,

সাধুতা আচরণ করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্যের সঙ্গে তখনও বাসনার মিলন হয় নাই; কিন্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধি অধিকতর বলবতী বলিয়া বাসনা ও বিষয়বুদ্ধিকে দমন করিয়া রাখে মাত্র। ইহাই ধর্ম্মজগতের শিশুদিগের সাধুতা, সংসারেও সচরাচর ইহাই সাধুতা নামে অভিহিত ও সমাদৃত।

কিন্তু ক্রমে ভক্ত সাধুতার এই অঙ্কুরাবস্থা অতিক্রম করিয়া উঠেন। ক্রমে তাঁহার ঈশ্বরপ্রীতি পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গেই লোকপ্রীতিও পরিপুষ্টি লাভ করে। সাধুতা তখন আর কঠোর সাধনের বিষয় থাকে না; কিন্তু চরিত্রের সহজ ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। তখন যে কোনও সাধুকার্য্য আপনার জীবন-পথে আসিয়া উপস্থিত হয়, ভক্ত উৎসাহ ও উল্লাস সহকারে তাহাই সম্পাদন করেন; আপনার বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় এবং আত্মার সহজ ও প্রকৃত স্ফূর্ত্তি সাধনেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুখ অনুভব করেন; "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করাতে, কাহারও প্রতি কোনওরূপ অন্যায় বা অসঙ্গত ব্যবহার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তিই থাকে না; এবং অপরের কল্যাণার্থ আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হইলেও তাহাতেই তিনি পরম পরি-তোষ লাভ করিয়া থাকেন। যে কর্ত্তব্য অপরের নিকটে নির-তিশয় কঠোর ও ক্লেশকর, ভক্তের নিকটে তাহাই অতি সহজ এবং সুখপ্রদ হয়। তাঁহার অন্তরে বাসনা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি হইয়া যায়। অসহায় দরিদ্র লোকেরা অত্যাচার নির্যাতনে ইহলোকে তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, এবং তিনিও

সতত তাঁহাদের দুঃখ মোচনে প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। সাধু-জীবনে ভক্তি, এই আকারই ধারণ করে।

হিন্দু, খ্রীষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, মুসলমান, ইহুদী, সভ্যজগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যেই এই শ্রেণীর ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবার মধ্যে ইহাঁরা স্নেহশীল, সমাজে উদারচরিত, ইহাঁদের বৈষয়িক আচার আচরণ সন্দেহাতীত এবং ইহাঁদের সমুদায় জীবন পরম সুন্দর। যেমন সংসারের গুরুতর ক্রিয়া-কলাপে, তেমনি অবসরকালের ক্রীড়া কৌতুকেও ইহাঁদিগের ভক্তিভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কি ব্যক্তিগত, কি পারি-বারিক, কি সামাজিক, কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি রাজনীতি সম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকারের কার্য্যকলাপেই ইহাঁদের জীবনে ভক্তির ভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এইখানেই ভক্তি-বিকাশের শেষ হয় না। সাধক ভক্তিতে আরো পরিপুষ্টি লাভ করেন। সত্য মঙ্গল এবং প্রেম-ভাবের প্রতি তাঁহার প্রীতি আরো পরিবর্দ্ধিত হয়। ভগবদ্‌ ভক্তি তাঁহার প্রাণে আরো প্রগাঢ় হইয়া উঠে। অন্তরে যাহা ভক্তি, বাহিরে তাহাই নীতি ও সাধুতা। অন্তরের ভক্তির গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী বাহিরের সাধুতাও গুণে এবং পরি-মাণে, উভয়তঃই, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব অত্যুৎকৃষ্ট ভক্তি অত্যুৎকৃষ্ট নীতি, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপীপ্রেম রূপে প্রকাশিত হইবেই হইবে। ভক্ত তখন আর কেবল আপনার নিকটস্থ আত্মীয়স্বজনগণকে, বা আপনার মাতৃভূমিকেই প্রীতি করিয়া

পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহার প্রেমভাব, ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে, সমুদায় মানবজাতির উপরে গিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই গভীর ও উচ্ছ্বসিত নরহিতৈষণা আর দৈনন্দিন জীবনের সংকীর্ণ প্রণালী মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া, ব্যক্তিগত জীবনের সীমা সকল ভাসাইয়া দিয়া, জল-প্লাবনের জলরাশির ন্যায় অপর লোকের শুষ্ক জীবন-ক্ষেত্রকে যাইয়া প্রেমরসে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। ভক্ত পূর্ব্বে উপস্থিত কর্ত্তব্য সাধনেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, এখন অনাগত কর্ত্তব্যের অন্বেষণে গমন করেন। পূর্ব্বে তিনি মঙ্গল কার্য্য সাধনের জন্য কেবল প্রস্তুত থাকিতেন, এখন মঙ্গল কার্য্য না করিলে তাঁহার আর দিন চলে না। তাই তিনি আপনার চরিত্রলব্ধ সত্য, মঙ্গলভাব, প্রেম ও ভক্তিকে সমুদায় জগতে প্রচারিত করিবার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন। এই রূপেই সজ্ঞান ভক্তি ভক্তের দৈনন্দিন জীবনের অবিশ্রান্ত জনহিত চেষ্টাতে প্রকটিত হইয়া থাকে।

ইহাই ভক্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। সহজ ভাবে, আপনা আপনি বিকশিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইলে, ভক্তি এইরূপ আকারই ধারণ করিয়া থাকে। বিবরের সেতু নির্ম্মাণ যেমন সহজ ও স্বাভাবিক; বসন্ত সমাগমে ফুল্ল-কুসুমিত উপবনে সুস্বর ধারা বর্ষণ করা কোকিলের যেমন সহজ ও স্বাভাবিক; প্রকৃত ভক্তিমান ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ পরম মঙ্গলকর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিত্রলাভও ঠিক তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক।

অনন্ত প্রস্রবিণী নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত স্রোতস্বতী যেমন উপবনের শ্যামলতা বৃদ্ধি করিয়া, তাহাকে ফলফুলে সুশোভিত করে; সেইরূপ অনন্ত প্রবাহিত ভক্তিস্রোতও ভক্তের অন্তরের প্রেমশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার জীবন-ক্ষেত্রকে অশেষ প্রকারের কল্যাণকর অনুষ্ঠানের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া থাকে। এই রূপেই ভক্তি আপনার ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সাধন করে। ভক্ত তখন আর আপনার আত্মার কি হইবে ভাবিয়া, বিকৃত মুখে ও বিষণ্ণ অন্তরে, হা হুতাশ করিয়া কাল-ক্ষয় করেন না; কিন্তু নির্ভয়ে আপনার জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত হইয়া যান। তাঁহার প্রাণ মন যদি কোনও অজ্ঞানকৃত অপরাধ বা জ্ঞানকৃত পাপে কলঙ্কিত হইয়া শুষ্ক ও কঠোর হইয়া যায়, তবে তিনি সরল অনুতাপের অশ্রুদ্বারা সিক্ত ও সরস করিয়া তাহাতেই নবজীবনের বীজ বপন করিয়া দেন, এবং ঈশ্বর-কৃপায় অনতিবিলম্বেই সেই বহুকালের নীরস ও অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে স্বর্গের কুসুম সকল বিকসিত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা লাভ করে; এবং ভক্ত আর আপনাকে কোনও প্রকারের প্রচলিত ও প্রণালীবদ্ধ চিন্তা, কার্য্য বা ভাবের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। তাঁহার আপনার মন যাহা সত্য বলিয়া স্থির করে, আপনার বিবেক যাহা মঙ্গল বলিয়া নির্ণয় করে, আপনার হৃদয় যাহাই মনোরম বলিয়া আলিঙ্গন করিতে চাহে, এবং তাঁহার আপনার

আত্মাতে যাহাই পবিত্র বলিয়া অনুভূত হয়, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন; এবং অপর সমুদায় বস্তু ও বিষয়কে আপনা হইতে দূরে নিক্ষেপ করেন। জগতের সমুদায় সনাতন ও সম্মানিত শাস্ত্র এবং সাধুদিগের অদেশেও তিনি কাহারও নিকটে নতশীর হন না; কিন্তু আপনার আত্মার প্রেরণায় স্থান বিশেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতও করিয়া থাকেন। তাঁহার ভক্তি তাঁহাকে মানুষের দাসত্বে নিযুক্ত করে না; কিন্তু বিধাতা পুরুষের নিকটে তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করে। ধর্ম্মজগতের খেলনা ও উপকথাকে তিনি খেলনা ও উপকথাই মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে ইহার অতিরিক্ত কোনও অর্থ বা সামর্থ্য আছে, ইহা বিশ্বাস করেন না। সূতিকা-গারের বস্ত্র খণ্ড দ্বারা আপনার আয়ত বক্ষকে আবৃত করিতে যাইয়া তিনি কদাপি তাহাকে কদাকার ও আপনাকে উপহা-সাস্পদ করেন না।

এইরূপে আপনার স্বাভাবিক ও সরল পথ অনুসরণ করিতে পাইলে, ভক্তি স্বতঃই ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া থাকে। জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবিধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদন করিয়া মানুষ যেমন আর তাহাদের কথা লইয়া কোনই গোলমাল করে না; ভক্তও সেইরূপে, আপনার জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া, আত্মা ও ধর্ম্মের কথা লইয়া বৃথা হা হুতাশ করিয়া সময় ও শক্তিক্ষয় করেন না। অথচ তাঁহার আত্মা অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি

ক্রমাগতই সত্যে ও মঙ্গলে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হন; তাঁহার ঈশ্বরপ্রীতি ও লোকপ্রীতি উভয়ই ক্রমশঃ প্রবল ও প্রগাঢ় হইয়া উঠে, এবং তাঁহার প্রত্যেক অন্তর্বৃত্তিই দিন দিন উন্নত ও বিকশিত হইতে থাকে। তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদা সত্যের সার্ব্বভৌমিক্ বিধানের অনুসরণ করে, তাঁহার বিবেক সতত মঙ্গলের সার্ব্বভৌমিক নিয়মের অনুগামী হয়; তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার আত্মা, আপন আপন সার্ব্বভৌমিক লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত হয়; এবং এইরূপে ভক্ত এই চতুর্ব্বিধ প্রণালীর মধ্য দিয়া বিধাতা পুরুষের সত্য, মঙ্গল, প্রেম ও পবিত্রতা লাভ করিয়া ঐশী শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া উঠেন। অন্তর্বৃত্তি সমূহের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে এমন একটা গভীর ও অটল শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা এ জগতে আর কিছুতেই দিতে সমর্থ হয় না, এবং ভক্ত-চরিত্র এমন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লাভ করে, যাহা এ জগতে আর কুত্রাপি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। এই বুদ্ধিগত, বিবেকগত, এবং হৃদ্‌গত ভক্তি অধ্যাত্মযোগের দ্বারা সজ্ঞান-ভগবদ্‌প্রীতির ভূমিতে যখন সম্মিলিত হয়, এই বিবিধাঙ্গ ভক্তি যখন দৈনন্দিন জীবনে সাধুতা রূপে বিকশিত হইয়া উঠে, এবং এই সাধুতা যখন বিশ্বজনীন লোকহিতৈষণায় পরিণত হয়, তখন ভক্ত এই মর জগতে মানব জীবনের চরম শোভা ও উৎকর্ষ লাভ করেন; এবং তাঁহার মনের শক্তি, হৃদয়ের প্রশান্ততা, এবং আত্মার অলৌকিক মধুরিমা অভ্রভেদী

শালতরুর ন্যায় এই সংসারে লোকারণ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আমি জানি কোনও কোনও লোক ভক্তির নাম শুনিলেই বিদ্রুপ ও উপহাস করিয়া থাকেন। এই বিদ্রুপে আমি বিস্মিত হই না। কারণ বস্তুতই ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হিংসা, সংকীর্ণতা, কপট কুসংস্কারের এবং অপর অসংখ্য প্রকারের অকথ্য জঘন্যতার প্রতিমূর্ত্তি রূপে ভক্তি জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সচরাচর লোকে যাহাকে ভক্তি বলে, তাহার অভাব কোথাও নাই। এই ভক্তি পথিপার্শ্বস্থ আগাছার ন্যায় জগতের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে গজাইয়া উঠিয়া সমাজ চক্রের গতিরোধ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত ভক্তি—গুণে ও পরিমাণে পরিণত বয়স্ক মানবের সম্পূর্ণ উপযোগী ভক্তি—সর্ব্বত্রই অতি বিরল। এই এক ভক্তির অভাব হইতে মানব চরিত্রে আরো কত শত প্রকারের অভাব ঘটে, ইহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বিগত তিনশত বৎসরে ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে সকল খ্যাত-নামা পুরুষের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাঁহাদের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনা কর, তাঁহাদের কৃত বিবিধ অনুষ্ঠানের গূঢ় উদ্দেশ্য সকল বিচার কর, এবং তাঁহাদের জীবনের অশেষ প্রকারের দুর্গতি ও অকৃতিত্বের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেখিবে এক ভক্তির অভাবেই এই সকল কর্ম্মঠ জীবনও অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাঁরা অনেকেই সত্য, মঙ্গল বা প্রেমভাবকে প্রীতি করিতেন

না। সমুদায় মন, সমুদায় বিবেক, সমুদায় হৃদয় ও সমুদায় আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে প্রীতি করা কাহাকে বলে; ইহা জানিতেন না। এই কারণেই এই সকল উন্নতমনা ব্যক্তিদিগের জীবন একেবারে বিফলে গত হইয়াছে। গত পাঁচ পুরুষের মধ্যে যে সকল উজ্জ্বল প্রতিভাশালী লোক ফরাসীস্ দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতিও একবার চাহিয়া দেখ। ইহাঁদের কত না চিন্তাশক্তি, কি গভীর ধৃতি, কি উদার অনুভূতি, কি অদ্ভুত বিচার ক্ষমতা ছিল; আবার এই সকল শক্তিসামর্থ্যের কি ব্যভিচারই না ঘটিয়াছিল! ধর্ম্মের শক্তি, শান্তি এবং পবিত্রতার অভাবে, এই সকল খ্যাতনামা লোকের জীবনে কি শোচনীয় শক্তিক্ষয়ই না হইয়াছে! সুসভ্য মার্কিনেও তাহাই ঘটিতেছে। সেখানেও এই একই কথা। প্রতিভা ও বিদ্যা ধর্ম্মের সংসর্গে আসিতে সংকুচিত হয় এবং ঈশ্বরের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করে। ইহার কুফলও মার্কিন সমাজে প্রচুর পরিমাণে ফলিতেছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে জগতে প্রকৃত ভক্তির বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে, স্বাভাবিক আকারে এই ভক্তি-লাভ করা সভ্য সমাজের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সম্প্রতি সভ্যসমাজে ব্যবসা বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মানবের হস্ত আর কখনও এরূপ দ্রুত গতিতে বিবিধ প্রকারের বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত হয় নাই। মানব মস্তিষ্ক পূর্ব্বে কদাপি এরূপ দ্রুতবেগে শিল্প

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রকৃতির শক্তিসমূহ কি অদ্ভুত ভাবেই না আজ মানব বুদ্ধির দ্বারা পরাস্ত হইয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছে! মানবের আদেশে নদীস্রোত আপনার স্বাভাবিক গতিরোধ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাহার দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া, তাহার জন্য সুতা কাটিয়া, বস্ত্র বুনিতেছে। সাগর তাহাকে মণিমুক্তাপ্রবালাদি করদান করিতেছে এবং অবনত মস্তকে বাণিজ্য পোত সকল বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার সেবা করিতেছে। ক্ষণপ্রভা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া, মানবের চিন্তা ও ভাবনার ভার নগর হইতে নগরান্তরে বহন করিতেছে। এই সকলই মানবের প্রাকৃত বুদ্ধির পরিচালনার ফল। কিন্তু সজ্ঞান ভক্তিরও কি ইহার অনুরূপ অনুশীলন হইতেছে? নিম্নতর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি সত্য, মঙ্গল ও প্রেমের দিকে সজ্ঞান প্রীতিও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভগবদ্‌ভক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হইতেছে? রাজশক্তির আধার, রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ, ধর্ম্ম-শক্তির রক্ষক, পুরোহিতগণ, সমাজ-শক্তির পরিচালক, দলপতিগণ ও পারিবারিক-শক্তির অবলম্বন, আপনাপন স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ,—ইঁহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, এই দুরূহ প্রশ্নের কিরূপ মীমাংসা হয়।

বর্ত্তমান যুগে অতি উন্নত ভক্তির প্রয়োজন হইয়াছে। যে পরিমাণ ধর্ম্ম প্রাচীনকালের ঋষি, প্রবক্তা, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা ধর্ম্মসংস্কারকদিগের সময়ের সরল লোকদিগের জন্য প্রচুর বলিয়া

পরিগণিত হইত, বর্ত্তমান কালের মানবমণ্ডলীর উন্নত ও জটিল জীবনের পক্ষে তাহা কখনই যথেষ্ট হইতে পারে না। মানুষ যখন তড়িৎ-গতিতে চিন্তা করে, মন্থরগতিতে তখন তাহারা আরাধনা করিলে চলিবে কেন? মানবের চিন্তা শক্তির যে উন্নতি হইয়াছে, ঈশ্বর-পূজা, ভগবদ্‌ভক্তিরও তদনুরূপ স্ফূর্ত্তি হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাচীনকালের তত্ত্ববিদ্যা ও প্রাচীন সময়ের শাস্ত্র দর্শনাদি আধুনিক সময়ের উপযোগী ধর্ম্ম লাভের জন্য কখনই যথেষ্ট হইতে পারে না। আমরা এখন বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় এবং আত্মার উপযোগী ধর্ম্ম চাহি। মানবের সমুদায় অন্তর্বৃত্তির বিকাশ ও তৃপ্তি সাধনের উপযোগী, এক অভিনব ধর্ম্মের আবশ্যক হইয়াছে। যেমন এই ধর্ম্মের প্রাণ, তেমনি ইহার দেহ, যেমন আন্তরিক ভাব ও ভক্তি, সেইরূপ বাহ্য ক্রিয়া কলাপও,—এই নব যুগের নবধর্ম্মের—সকলই স্বাভাবিক ও নূতন হওয়া আবশ্যক। সহজ আকারে,—সাধুতা এবং লোক-প্রীতির আকারে—এই সহজ ভক্তি লাভ করাই আমাদের আবশ্যক হইয়াছে। সংসারকে পরিহার করিবার জন্য নহে, কিন্তু তাহাকে অধিকার করিবার জন্যই ভক্তির প্রয়োজন। অরণ্য-বাসী যোগীভৈরবীদিগের জীবনে প্রকটিত হইবার জন্য নহে, কিন্তু গৃহস্থ নরনারীর চরিত্রে বিকশিত হইয়া, তাহার শোভা সম্পাদনের জন্যই ভক্তি আবশ্যক। মানব জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য সাধন কে করিবে? না, ভক্তি। নাস্তিক অবিশ্বাসীর ন্যায় স্বার্থ ভাবের পরিচালনায় নহে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায়, জ্ঞাতসারে

বিধাতা পুরুষের বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া, ভক্তকেই এই সকল কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত পাপ ও অসদ্বৃত্তিকে কে নিবারণ করিবে? না, ভক্তি। বণিকের, কারিকরের, কৃষকের, বৈদ্যের বা উকীলের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে লোক প্রকৃত সাধু—প্রকৃত সন্ন্যাসী-হইতে পারে, ভক্তকে ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে। দর্শনের, তত্ত্ববিদ্যার বা নীতি শাস্ত্রের ভ্রান্তি সকলকে অপনোদন কে করিবে? সেই ভক্তি। এই সকল ভ্রান্তি ও কুসংস্কার দূর করিয়া, ভক্তিকেই ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেমালোকে সমুজ্জ্বল নূতন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ধর্ম্মমণ্ডলীর বা শাসন প্রণালীর, সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের কোনও মহান অনিষ্ট নিবারণ করা, কোনও অত্যাচারের প্রতিবিধান করা, বা অমঙ্গলের হস্ত হইতে মানব সমাজকে মুক্ত করা, এ সকল ভক্তিরই কার্য্য। এযুগে ধর্ম্ম জীবনের প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া কখনই যাইতে পারে না। ধর্ম্মকে জনাকীর্ণ রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে হইবে, লোকাকীর্ণ বিপণিতে দোকান পাট খুলিয়া বসিতে হইবে, এবং মুখের কথায় নহে, কিন্তু অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের দ্বারা,—আপনার জীবনের দ্বারা,—লোকসমাজকে ভক্তি শিক্ষা দিতে হইবে। এখন আর ভক্তিকে প্রাচীনকালের সাধু ও সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় অরণ্যে রোদন করিলে হইবে না, কিন্তু লোকালয়ের মধ্যে নরনারীকে ধর্ম্মের সরল পথে আহ্বান করিতে হইবে।

আমাদিগকে এই ভক্তির বিবিধ অঙ্গ লাভ করিতে হইবে; বুদ্ধিগত, বিবেকগত, ও হৃদয়গত, সর্ব্বাঙ্গীন ভক্তি সাধন করিতে হইবে। এই যুগে আর মানুষ ধর্ম্মের নামে নিরাপদে দর্শন বিজ্ঞানের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে পারিবে না। আর ইন্দ্রিয়াচারী বলিয়া মানব বুদ্ধির প্রতি ঘৃণা, বা ন্যায় ও মঙ্গলের নিত্য বিধানের প্রতি ভ্রূকুটী, কিম্বা সমুদায় জনমণ্ডলীকে নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার ভীতি প্রদর্শন করিলে চলিবে না। সাধুতা বর্জ্জিত, মঙ্গল ও ন্যায়ভাব বর্জ্জিত, সত্য বা প্রেম বর্জ্জিত ধর্ম্ম, ভণ্ডের ভণ্ডামি বলিয়া লোকে মনে করিবেই করিবে। জ্ঞান কি ধর্ম্মশূন্য হইয়া কখনও আমাদিগের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে? ভক্তির অভাবে জ্ঞান পর্য্যন্ত আপনার সংকীর্ণতা অনুভব করিয়া থাকে। মহতী প্রতিভা ও ক্ষুদ্রতম বুদ্ধি, সকলেই এক মূল নিয়মে পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং সকলেরই এই চতুরঙ্গ ঈশ্বরপ্রীতির বিশেষ প্রয়োজন। ভক্তিকে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণই সকলের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

যে কোনও ব্যক্তিই এই ভক্তি লাভ করিতে পারেন; ইহা সকলেরই আয়ত্তাধীন রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, ভক্তি সহজ সাধ্য বস্তু নহে। অনেক শ্রম, অনেক সাধন, উচ্চতর স্বার্থের অনুরোধে, বিবিধ প্রকারে, বারম্বার, নিম্নতর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারিলে, তবে ক্রমে এই ভক্তি লাভ করিতে

পারা যায়। এই ভক্তি লাভ করিতে হইলে, হে যুবক যুবতীগণ! বিশেষতঃ তোমাদিগকে অশেষ পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। বিশেষ উন্নতভূমি লাভ করিতে হইলে, বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতেই হয়। তোমাদের রিপুকুলের এই প্রবল উত্তেজনার সময় তোমাদিগের প্রাকৃত বাসনা সমূহকে বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় ও আত্মার স্বাভাবিক সদ্বিবেচনা, ন্যায়-পরতা, প্রেম এবং পবিত্রতা দ্বারা সর্ব্বদা সংযত রাখিতে হইবে। ইন্দ্রিয়াসক্তিকে আত্মার প্রেমভাবের দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিতে হইবে। জীবনে ধন, মান, যশ ইত্যাদি লাভের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার এই অভূতপূর্ব্ব স্ফূরণের সময়, সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারের সংকীর্ণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থভাবকে, অন্যনিরপেক্ষ সত্য, মঙ্গল, পুণ্য ও প্রেমভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। এবং তাহা করিতে গেলেই, সর্ব্বদা তোমাদিগকে বিশেষ ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে;—কখনও বা ইন্দ্রিয়বাসনাকে সংযত, কখনও বা স্বার্থ-সাধনেচ্ছাকে প্রতিরোধ করিতে হইবেই হইবে। এইরূপে, অনেক বিষয়ে, তোমাদিগকে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু এতদ্দ্বারা তোমরা আপন আপন বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় ও আত্মার আরাম, শান্তি ও স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। তোমাদিগকে সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা বা প্রীতি বিসর্জ্জন করিতে হইবে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়কামনা ও বিষয়-বাসনা সংকুচিত ও বিসর্জ্জন করিয়া এই সকল আধ্যাত্মিক সম্পদ তোমরা আরো অধিক মাত্রায় লাভ করিবে;—

বর্ত্তমানের জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য,—নিত্যকালের জন্য সত্য, ন্যায়, মঙ্গল, প্রীতি ও পবিত্রতা তোমাদের জীবনের ভূষণ হইয়া যাইবে। তাহাতে তোমরা কি অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদই না লাভ করিবে! হৃদয়ে কি বল, অন্তরে কি শান্তি, জীবনে কি মাধুরী, এবং ভগবানের সহবাসে তোমরা কি অপূর্ব্ব আনন্দই না লাভ করিবে! তোমরা তাঁহাতে রমণ করিবে, এবং তিনিও তোমাদিগের অন্তরে বিহার করিবেন। অধ্যাত্ম যোগে বিধাতার সঙ্গে ও প্রেমযোগে জগতের নরনারীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া জীবন যাপন করা, এবং উত্তরোত্তর এই উভয়বিধ যোগের অধিকতর ঘনিষ্ঠতা লাভ করা কি পরম সৌভাগ্যের কথা নহে? এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে কি জন্ম স্বার্থক হইল বলিয়া বোধ হইবে না? অতএব আপনার মনুষ্যত্বের এই উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল হও, অনন্ত কালের জন্য সিদ্ধি লাভ করিবে।

প্রার্থনা।

হে অনন্ত পুরুষ! তোমাকে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা জানাইবার জন্য আমাদের বাক্যের প্রয়োজন হয় না। তুমি অন্তর্যামী, অন্তরে থাকিয়াই দেখিতেছ যে আমাদের প্রাণ তোমার সম্মুখীন হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। আমরা তোমার শক্তিকে প্রণাম করি; তোমার জ্ঞানকে পূজা করি; তোমার মঙ্গলভাবের ভজনা করি; তোমার প্রীতিতে আনন্দিত

হই, এবং তোমার সহবাস লাভ করিয়া ধন্য হইতে চাহি। আমরা জানি যে আমাদিগের নিকটে তুমি কোনও বাহ্য বলি চাহ না; আমাদিগের ভাষার নৈবেদ্যেরও তোমার কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা তোমারই জগতে বাস করিতেছি। তোমারই সদাব্রতে প্রতিপালিত হইতেছি। তোমারই বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। তোমারই শক্তি আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, তোমারই মঙ্গল ভাব আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে, তোমারই দয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত তোমারই প্রেম আমাদিগকে আনন্দ বিধান করিবে। হে দেব! আমরা তোমার স্তুতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না; আর যতই স্তব স্তুতি করি না কেন, কিছুতেই প্রাণের সাধ মিটে না। আমরা বিনীত হৃদয়ে তোমাকে প্রণাম করি। আমরা ক্ষণকালের জন্য তোমার সন্নিধানে থাকিয়া, আমাদিগের আত্মাকে সরস ও সবল করিতে ইচ্ছা করি,—যেন তোমার প্রসাদে জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে অধিকতর সক্ষম হইতে পারি;—যেন সহজে জীবনের পরীক্ষা-প্রলোভন এবং শোকদুঃখ সমুদায় সহ্য করিয়া, পরিণামে তোমারই অক্ষয় আনন্দ লাভে সমর্থ হই।

এই বিচিত্র জগতে আমাদিগকে স্থাপন করিয়াছ বলিয়া আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করি। আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ জড় প্রকৃতি কখনও বা সূর্য্যালোকে রঞ্জিত হইয়া প্রশান্তভাবে

বিরাজ করে, কখনও বা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল বাত্যায় আন্দোলিত হয়,—কিন্তু আমরা সুদিনে ও দুর্দ্দিনে সকল সময়েই তোমার রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিয়া ধন্য হইতেছি। ইহজীবনে আমরা যাহা কিছু লাভ করিতেছি, তৎসমুদায় তুমিই আমাদিগকে দিতেছ, এবং ভবিষ্যতে আরো কত ভাবে আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিবে বলিয়া তুমি প্রতিশ্রুত হইয়াছ। আমরা তোমাকে স্তুতি করি। আমাদিগের প্রতিদিনের জীবনের জন্য তোমাকে আমরা ধন্যবাদ করি। আমাদের শক্তিচালনার জন্য তুমি যে সকল কর্ত্তব্য বিধান করিতেছ; আমাদিগের হৃদয়ের বল বৃদ্ধির জন্য যে সকল পরীক্ষাপ্রলোভনের মধ্যে তুমি আমাদিগকে নিক্ষেপ করিতেছ,—জাগ্রতে যাঁহারা আমাদিগের নয়নানন্দ, এবং নিশাকালে স্বপ্নেও যাঁহারা আমাদিগের সমক্ষে থাকিয়া, অবিরতধারে হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ করেন, এমন যে সকল প্রিয় বন্ধু বান্ধব তুমি আমাদিগকে দিয়াছ,—তৎসমুদায়ের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ করি।

হে দেব! তোমার যে সুকোমল বিধাতৃ-শক্তি আমাদিগের সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। তোমার যে দয়া আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকে সুখ বিধান করিতেছে,—যাহা তোমার সাধুসন্তানকে সতত প্রীতি করে, এবং পাপীর প্রতিও সততই স্নেহশীল, তাহার জন্য তোমাকে আমরা ধন্যবাদ করি। পিতঃ আমরা জানি যে আমরা অনেক সময় তোমার সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হই; আমরা জানি

যে আমরা তোমার বিধান অনেক সময় বিস্মৃত হইয়া যাই; আমরা জানি যে অনেক সময় এই অনিত্য সংসার আমাদিগের উপরে প্রভুত্ব করিয়া থাকে, এবং আমরা রিপু ও ইন্দ্রিয়-কুলের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু তথাপি তোমার অলৌকিক দয়া ও অনন্ত প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া,—তুমি যে সতত তোমার সন্তানগণের মঙ্গল সাধনে ব্যস্ত, এবং মেষপালক যেরূপ দুর্ব্বল মেষশাবককে আপনার বুকে করিয়া বহন করে, ও স্নেহভরে প্রত্যেক বিপথগামী মেষশিশুকে পরিণামে আপনার আলয়ে লইয়া যায়, সেইরূপ তুমিও যে দুর্ব্বল মানুষকে তোমার বুকে করিয়া বহন কর ও পথভ্রষ্ট পাপাচারীকে ক্রমে তোমার অক্ষয়ধামে লইয়া যাও—এ কথা স্মরণ করিয়া আমরা আশা ও আনন্দ লাভ করি।

অনুতাপের অশ্রুজলে অন্যায় আচরণের স্মৃতি একেবারে ধৌত করিয়া ফেলিয়া, আমরা যেন, আমাদিগের পাপানুষ্ঠান জন্য, আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা পাইতে পারি। সাধু-প্রতিজ্ঞার পক্ষপুটে নির্ভর করিয়া, আমরা যেন জীবনের পাপ ও অন্ধকারের মধ্যে উন্নততর ধর্ম্ম, উজ্জ্বলতর আনন্দ এবং মধুরতর শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হই! তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে দেব! জ্ঞান, বিশ্বাস এবং সাধুতা সহকারে সংসার সম্ভোগ করিতে তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দাও। এখা-কার প্রতিদিনের কর্ত্তব্য ও পরীক্ষার মধ্যে আমরা যেন

জ্ঞান, মঙ্গল এবং ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হই। তুমি যে সকল পরীক্ষা-প্রলোভন প্রেরণ কর, তাহার প্রত্যেকটী হইতে যেন আমরা সৎশিক্ষা লাভ করি; তুমি যে সকল আপদবিপদ ও দুঃখক্লেশ উপস্থিত কর, তাহা হইতেই যেন বল লাভ করি; এবং নিজকৃত অপরাধের জন্য নতমুখে বিষাদের তিক্ত বারি পান করিতে হইলেও, তদ্দ্বারা যেন জীবনে নূতন স্বাস্থ্য ও নূতন তেজ লাভ করিতে সমর্থ হই। আমাদিগকে আমাদিগের আত্মার সঙ্গে শান্তিতে বাস করিতে সাহায্য কর; এই সহস্রতন্ত্রীর একটা তন্ত্র ও যেন আমরা বেসুর করিয়া না বাজাই, কিন্তু সকল তন্ত্রের মধ্যেই যেন সুন্দর সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে, এবং আমাদের জীবন যেন তোমারই এক মহান্ জয়গীতি রূপে এ জগতে নিনাদিত হইতে পারে, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা তাহার জন্য অশ্রুকুল চক্ষে প্রবল চীৎকার করিয়া প্রার্থনা করিলেও যাহা অমঙ্গলকর, তাহা সর্ব্বদা আমাদিগের নিকট হইতে দূরে রাখিও। তোমার পুত্রকন্যাগণের স্বার্থের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, তাঁহাদের প্রতি আমাদিগের বিবিধ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া, তাঁহাদের দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষা করিয়া এবং তাঁহাদের সবলতাতে উত্যক্ত না হইয়া, আর আপনার ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রীতি করিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গে সদ্ভাবে ও একতাতে বাস করিতে তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর। হে পিতঃ যাহারা আমাদিগের প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে না, তাহাদিগকে

ভালবাসিতে শিক্ষা দাও। যাহারা আমাদিগের অকল্যাণ সাধন করিতে চাহে, তাহাদিগের কল্যাণ সাধনে আমাদিগকে সক্ষম কর। যাহারা এই পৃথিবীর পাপ ভার বৃদ্ধি করিতেছে, তাহাদিগকে অজ্ঞান এবং পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যত্ন করিতে সমর্থ কর। যাহাতে সকলে তোমাকে পিতা এবং নরনারীকে ভ্রাতা এবং ভগিনী বলিয়া চিনিতে পারিয়া তোমার প্রতি বিশ্বাসী ও জনসমাজের প্রতি প্রীতিমান হইতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে পরিশ্রম করিতে, শিক্ষা দাও। তোমার সঙ্গেও এক হইয়া বাস করিতে আমাদিগকে সমর্থ কর। আলস্য যেন আমাদিগকে তোমার দৃষ্টির অন্তরালে না লইয়া যায়। রিপুর উত্তেজনা যেন আমাদিগকে তোমার বিধান হইতে ভ্রষ্ট না করে। কিন্তু বুদ্ধি, বিবেক, হৃদয় এবং আত্মা দ্বারা আমরা যেন এরূপ ভাবে তোমার সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাই, যে তোমার সত্য আমাদিগের বুদ্ধিতে বাস করিবে, তোমার মঙ্গল আমাদিগের বিবেককে আলোকিত করিয়া রাখিবে এবং তোমার প্রেম আমাদিগের হৃদয়ে ও আত্মাতে অক্ষয় অনন্ত আনন্দের উৎস হইয়া চিরদিন প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

অজ্ঞানান্ধকারের সময়ে মানুষ যখন তোমার পথভ্রষ্ট হয়, জ্ঞানী লোকেরা যখন অসত্যে এবং সাধারণ জনমণ্ডলী যখন অসারতা ও সাংসারিকতাতে নিমগ্ন হইয়া যায়, সেই সময়েও হে দেব! তুমি আমাদিগকে তোমার প্রতি বিশ্বাসী থাকিতে

সমর্থ করিও! তখনও আমাদিগের অহঙ্কার অভিমান বিনাশ করিয়া ধৈর্য্য এবং বীর্য্য প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিও। আমরা যেন, তোমার বলে ও তোমার কৃপায়, সেই দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের বিশ্বাসের আলোক উজ্জ্বল রাখিতে পারি; এবং এই বিশ্বাস যেন কুজ্‌ঝটিকা-বৃত সংসার-পথে আলোক-চিহ্নের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবন-তরণীকে অবশেষে আপনার আলয়ে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়; তুমি এই শিক্ষা আমাদিগকে দাও। হে পিতঃ আমাদিগের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী বল আমাদিগকে প্রদান কর। চিরাগত ক্লেশ যন্ত্রণা কিম্বা আকস্মিক বিপদ আপদ বহন করিবার উপযোগী ধৈর্য্য আমাদিগকে প্রদান কর; এবং যে বিশ্বাস পরীক্ষা-প্রলোভনের সময় পাপের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করে এবং হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়, আমাদিগকে সেই বিশ্বাস প্রদান কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরিঃ ওঁ।

সত্য আহরণ করিবে, কিন্তু কোনও পার্থিব পদার্থের সঙ্গে তাহার বিনিময় করিবে না; জ্ঞান, বিদ্যা এবং বিচার-শক্তিও উপার্জ্জন করিবে, কিন্তু কিছুরই সঙ্গে ইহাদিগেরও বিনিময় করিবে না।

—বাইবেল, প্রবচন।

[সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।

যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নহে; সত্য দ্বারা দেবযান নামক পথের দ্বার উন্মুক্ত হয়; এই পথ অবলম্বন করিয়াই আপ্তকাম ঋষিগণ সত্যের পরম নিধান যে স্থানে আছেন, তথায় গমন করেন।—মণ্ডুকোপনিষৎ।]

মিতাচারই শারিরীক ভক্তি। এতদ্দ্বারা মানবদেহের বিধি-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রক্ষিত, বিবিধ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত, পরস্পরের সঙ্গে ও সমুদায় দেহের সঙ্গে ইহাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত, এবং এইরূপে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের পূজা সম্পাদিত হয়। দেহ প্রপঞ্চের সঙ্গে এই মিতাচারের যে সম্বন্ধ, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে জ্ঞানেরও সেই সম্বন্ধ। জ্ঞানই বুদ্ধিগত ভক্তি। জ্ঞানের দ্বারা মানববুদ্ধিতে বিধিনির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, বুদ্ধির বিভিন্ন শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, এবং পরস্পরের সঙ্গে ও সমুদায় মনের সঙ্গে তাহাদের যথাবিহিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এই জ্ঞান বুদ্ধিশক্তিরই সাধারণ নামান্তর মাত্র। সে শক্তি যে বিষয়েই প্রযুক্ত ও যে প্রণালীতেই পরিচালিত হউক না কেন,

সর্ব্বদাই জ্ঞান নামে বাচ্য। কবি কাব্য রচনায় জ্ঞানী; দার্শনিক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে জ্ঞানী। অতএব জ্ঞান মানব মনের সাধারণ শক্তি মাত্র। আমরা সচরাচর বিদ্যার প্রভূত ক্ষমতা আছে, বলিয়া থাকি; কিন্তু যে সাধারণ বুদ্ধি-শক্তি দ্বারা মানব সত্য লাভ করে এবং লব্ধ সত্যকে জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ হয়, সেই জ্ঞানেরই প্রতিশব্দ রূপে এস্থলে বিদ্যা শব্দ প্রকৃত পক্ষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এই জ্ঞানে দুইটী বস্তু বোঝায়। এক সত্যের প্রতি নিষ্কাম প্রীতি,—যাহাকে আমি অন্যত্র বুদ্ধিগত ভক্তি নামে অভিহিত করিয়াছি; অপর সেই সত্যকে অধিকার ও ব্যবহার করিবার শক্তি। বিশেষ ও সাধারণ এই দ্বিবিধ ভাবে সত্যের সাধনা হয়। দার্শনিক, কবি, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, ইহাঁরা আপন আপন ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে বিশেষ সত্য সাধনা করেন। অপর কেহ বা এই সকল বিশেষ বিশেষ সত্যের আধার, সাধারণ সত্যের সাধনা করিয়া থাকেন। সত্যলাভের প্রণালীও দুই প্রকার; প্রথমতঃ, সহজ জ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সত্য লাভ করা যায়; দ্বিতীয়তঃ তর্ক যুক্তি ও বিচারের অনুশীলনে প্রামাণ্য সত্য লাভ করা যায়। প্রত্যক্ষ ও বিচার, এই দ্বিবিধ প্রণালীতে, বিশেষ ও সাধারণ এই দ্বিবিধ শ্রেণীর সত্য লাভ করিবার যে শক্তি, এবং লব্ধ সত্যের প্রতি যে নিষ্কাম প্রীতি, জ্ঞান বলিতে এ দুই বুঝাইয়া থাকে।

সত্যই মানববুদ্ধির বিষয়রূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুর যেমন দৃষ্টিশক্তি থাকে এবং আমরা যে সকল বিশেষ বিশেষ বস্তু দর্শন করি, তাহা যেরূপ চক্ষুর বিষয় হয়, সেইরূপ সত্যও বিবিধ আকারে মানববুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়। মিতাচারী হইয়া দৈহিক নিয়ম পালন করিলে, লোকে স্বাস্থ্য, সামর্থ্য ও সৌন্দর্য্য, এই ত্রিবিধ বস্তু লাভ করে। সাধারণতঃ শারীরিক বিধানের বশ হইয়া চলিলে, এই ত্রিবিধ বস্তু লাভ হইবেই, হইবে। তবে স্থলবিশেষে এই সুফল নাও বা উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু সে কেবল এই সাধারণ নিয়মের বিরল ব্যতিক্রম মাত্র। কোনও সমাজের বা জাতির লোকেরা যদি শত বর্ষ কাল শারীরিক উন্নতি-লাভের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন, এবং শারিরিক নিয়ম রক্ষা করিতে সমর্থ হন, নিশ্চয়ই তাঁহারা শরীরের স্বাস্থ্য, সামর্থ্য, ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন।

সেইরূপ কোনও ব্যক্তি যদি বুদ্ধির বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিধান প্রতিপালন করেন, এবং যে সকল স্বাভাবিক উপায়ে বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া চলেন, তবে তিনিও জ্ঞানী হইতে পারেন। মানসিক স্বাস্থ্য, সামর্থ্য এবং সৌন্দর্য্য লাভ তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে। এখানেও স্থল বিশেষে এ ফল নাও বা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেও কেবল এই সাধারণ নিয়মের বিরল ব্যতিক্রম মাত্র। প্রাচীনকালে এথিনীয়গণ মানসিক উন্নতিতে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত

ছিলেন। বর্ত্তমানকালে যদি কোনও জাতি বা সম্প্রদায় শত বর্ষ কাল বুদ্ধি বিকাশের প্রাকৃতিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে এবং বুদ্ধির বিধিনির্দ্দিষ্ট বিধানের বশে বাস করিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই এথিনীয়গণ অপেক্ষা সমধিক মানসিক স্বাস্থ্য, শক্তি এবং সৌন্দর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। যদিও তাঁহাদের জ্ঞানের সঙ্গে ইহাঁদের জ্ঞানের গুণগত কোনও তারতম্য থাকিবে না, কিন্তু অধিকতর পরিমাণে ইহাঁরা বুদ্ধির তেজ, শক্তি ও সৌন্দর্য্য,—অধিক সত্য এবং সেই সত্য ব্যবহারের সমধিক শক্তি লাভ করিবেন। কারণ, গ্রীসের বীরসিংহ সেকেন্দর সাহা এবং পণ্ডিত শীরোমনী আরিষ্ঠটলের মৃত্যুর পরে, এই দ্বিসহস্র বর্ষকাল মানব-অভূত পূর্ব্ব মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনে মানসিক বিকাশ সংসাধিত হইয়া থাকে, জড়জগতের নিয়মের ন্যায় তাহা স্থির ও অটল, এবং এই নিয়মের অনুসরণে ব্যক্তি বিশেষে, জাতি বিশেষে, বা সমগ্র মানবমণ্ডলীতে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ফল উৎপাদন করিবেই করিবে। জাতি বিশেষের মানসিক বিশেষত্ব যুগে যুগে পুরুষ পরম্পরায় অনুক্রমিত হইয়া থাকে। সেই জাতির ধ্বংশেই কেবল তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়; অথবা নিকৃষ্টতর জাতির সংসর্গে আসিলে তাহার পূর্ব্বতন প্রগাঢ় ভাব ক্ষীণ হইয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া পড়ে। মানসিক প্রতিভা পরিবার বিশেষে বেশীদিন আবদ্ধ থাকে

না সত্য ; একই পদবীবিশিষ্ট দুইজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জগতে অতি বিরল। শাক্যকুলে একাধিক বুদ্ধ, মিশ্র-বংশে একাধিক চৈতন্য,—লুথার, সেক্সপিয়ার, মিল্‌টন, ক্রমওয়েল, বারণস্‌,—একই পরিবারে, একই গোষ্ঠিতে, ইহাঁদের ন্যায় একাধিক লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। আমেরিকায় ফ্রাঙ্কলিন্‌ ও ওয়াশিংটন্‌ পরিবারে এক ফ্রাঙ্কলিন্‌ ও এক ওয়াশিংটন্‌ই জন্মিয়াছেন। কিন্তু এই সকল অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে বুদ্ধি-শক্তি এক সময়ে স্ফূরিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের আপন আপন গোষ্ঠগোত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেও সমগ্র মানবসমাজ হইতে তাহা একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয় নাই। অন্য বংশে ও অপর পরিবার মধ্যে এই সকল শক্তি পুনরায় স্ফূরিত হইয়া উঠে। এই সংসারে যে প্রতিভা বিকশিত এবং তদ্দ্বারা যে সকল শক্তি ও সম্পদ উপার্জ্জিত হয়, অনন্ত কালের জন্য কোনও পরিবার বিশেষে নহে, কিন্তু সমগ্র মানব জাতিতে তাহার উত্তরকারী-স্বত্ব অর্পিত হয়। এই যুগে বর্ত্তমান বংশীয়েরা যে জ্ঞান লাভ করিবে, তাহা এই যুগ ও এই বংশীয়দিগের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে পরবংশীয়-দিগের দ্বারা আরো বিকশিত, বর্দ্ধিত ও পরিপক্ক হইবে। মানব জাতির আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডারভুক্ত হইয়া বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানরাশি অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভবিষ্য বংশীয়দিগের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত থাকিবে। এই জ্ঞান-সম্পত্তি অমূল্য।

কালক্রমে ইহার ক্ষয় না হইয়া, পরিচালনা ও ব্যবহারের দ্বারা, উত্তরোত্তর ইহার বিকাশ ও উন্নতিই সাধিত হইয়া থাকে। অথচ সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালের কোনও প্রতিভাশালী ব্যক্তিই আপনাদের অনুরূপ প্রতিভা-সম্পন্ন একটী সন্তানও এই পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে পারিবেন না। মৃত্যুতে প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির মহত্ব, পরবর্ত্তী বংশীয়দিগের উপকারার্থে, সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। ঈশার পরলোকে তাঁহার ভক্তি জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রথম খ্রীষ্ট-শতাব্দি অপেক্ষা দ্বিতীয় খ্রীষ্ট-শতাব্দিতে ঈশার ঈশাত্ব,—তাঁহার সেই দেবোপম চরিত্রের শক্তি ও মাধুর্য্য,—জগতে সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল। এথিনীয় ঋষি সক্রেটিসের মৃত্যুর পর হইতে অব্যাহত ভাবে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ আজ পর্য্যন্ত মানবসমাজে বিকাশ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা বিধাতা পুরুষেরই এক আশ্চর্য্য বিধান। ইহজীবনে তুমি যে সকল সদ্‌গুণ সাধন কর, তাহা যে মৃত্যুর পরে কেবল তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া ব্যক্তিগত অমরত্ব লাভ করিবে, তাহা নহে; কিন্তু ইহজগতেও সে সকল সদ্‌গুণ তোমার জাতীয় চরিত্রে, বা সমগ্র মানবজাতির জীবনে চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। এই সকল সদ্‌গুণ কেবল স্বর্গে তোমার প্রসন্নতা বৃদ্ধি করিবে যে তাহা নহে, কিন্তু এ মর জগতেও অপর মনুষ্যের চরিত্রে ও জীবনে রক্ষিত ও প্রকটিত এবং উত্তরকালীয় পুরুষপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া, তোমার

জাতিকে এবং সমুদয় মানবমণ্ডলীকে উন্নত ও ধন্য করিবে। বিধাতার এই বিধানের জ্ঞানে প্রাণে কি আনন্দ-উল্লাসই না উচ্ছ্বসিত হয়! এই বিধানের বলেই প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণ,—মুসা, কন্‌ফুচ, বুদ্ধ, জোরাস্তার, পিথেগোরস, সক্রেটিস্, প্লেটো, এবং সর্ব্বোপরি মহাত্মা ঈশা,—আজি পর্য্যন্ত আমাদিগকে অশেষ সাহায্য করিতেছেন। এই সকল খ্যাতনামা মহাপুরুষ এবং তাঁহাদের পারিষদবর্গ, সকলে প্রচুর পরিমাণে মানবসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশিত ও বর্দ্ধিত করিতেছেন। লোকে ইহাঁদিগকে জানুক আর নাই জানুক, ইহাঁরাই প্রকৃত পক্ষে স্বর্গরাজ্যের অভিজাত দল,—ইহাঁদিগের কৌলিন্য সাক্ষাৎভাবে স্বয়ং বিধতাপুরুষেরই সৃষ্টি। যে জ্ঞানসম্পত্তি ইহাঁরা উত্তরাধিকারী-সত্ত্বে আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণের নিকট হইতে লাভ এবং যাহা স্বয়ং আপনারা ইহ-জীবনে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, জীবদ্দশায় তাহা ইহাঁদিগের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিতেও বা পারে, কিন্তু মৃত্যুতে তৎসমুদায়ই মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি-ভাণ্ডারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যজগতে এরূপ দরিদ্র বালক একটীও নাই যে এই সমুদায় মহানুভব ব্যক্তির অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পত্তির অংশী হইতে পারে নাই;—এরূপ কোনও প্রতিভাশালী ব্যক্তি খুঁজিয়া পাইবে না, যিনি ইহাঁদিগের কৃপায় আজ উন্নততর ও মহত্তর চরিত্র লাভ করিতেছেন না। এমন কি যাঁহারা ইহাঁদিগের মহদ্দৃষ্টান্তের বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত নহেন,

তাঁহারাও এই সকল মহাপুরুষদিগের উপার্জ্জিত জ্ঞান-ভক্তির অংশ হইতে বঞ্চিত হন নাই। কারণ এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাঁরা জনসমাজের বায়ু পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী আকাশ যেমন ইথরে পরিপূর্ণ; এবং এই ইথর অবলম্বন করিয়া যেমন সূর্য্যের উত্তাপ আসিয়া পৃথিবীর উপরে পড়িয়া তাহার বিকাশ সম্পাদন করিতেছে; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মানবের চরিত্রের চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক ইথর অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক ইথর-মণ্ডল রহিয়াছে এবং এই আধ্যাত্মিক ইথর অবলম্বন করিয়াই এক ব্যক্তির ভাব ও শক্তি অপরের উপরে আসিয়া পতিত হয়। প্রাকৃতিক আকাশের ইথরমণ্ডল যেমন কোনও ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, এই আধ্যাত্মিক ইথর মণ্ডলও সেইরূপ ব্যক্তিগত বা জাতীয় সম্পত্তি নহে, কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের সাধারণ সম্পত্তি। ইহাকে মানবসমাজের বায়ুমণ্ডল বলিতে পারা যায়। সর্ব্বপ্রকারের আধ্যাত্মিক শক্তি ও সম্পত্তি উপার্জ্জন যেরূপে বিশেষভাবে, আমাদিগের পরিবারের পুরুষপরম্পরাগত শিক্ষা ও সাধনার এবং আপনাদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রজ্ঞার উপরে নির্ভর করে, সেইরূপে সাধারণ ভাবে, মানবজাতির এই আধ্যাত্মিক বায়ুমণ্ডলের উপরেও নির্ভর করিয়া থাকে। এই সকল মহাপুরুষ মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন, অভিনব সত্য সকলকে মানব-বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করিয়াছেন। এই জ্ঞান ও সত্য পৃথিবীর

সমুদায় সভ্যজাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত, ও উত্তরোত্তর মানব-মণ্ডলী মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, ক্রমাগতই মানবের শক্তি-বৃদ্ধি করিতেছে। ঠিক এইরূপেই লৌহদণ্ডও চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রথমে উহার একটী ক্ষুদ্রতম পরমাণুমাত্র তিলে তিলে এই বৈদ্যুতিক তেজ লাভ করে। কিন্তু বিদ্যুতের প্রকৃতিই এই যে, তাহা এক স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। এবং এই অভিনব শক্তির অন্তঃপ্রকৃতি প্রভাবেই লৌহদণ্ডের এক পরমাণু অপর পরমাণুতে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিয়া দেয়। এইরূপে যে শীতল লৌহদণ্ড পূর্ব্বে প্রস্তরের ন্যায় অসাড় ছিল, তাহাই একেবারে চুম্বক হইয়া অভিনব শক্তি সকল লাভ করে, এবং কেবল যে আপনি এই সমুদায় শক্তি সুন্দররূপে ধারণ করিয়া রাখে, তাহা নহে, কিন্তু যথাযথ রূপে তাহার সন্নিকটে স্থাপিত হইলে, অপর সহস্র সহস্র লৌহদণ্ডকেও চুম্বক করিয়া করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়।

আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী সত্যকে নির্ম্মল ও নিষ্কামভাবে প্রীতি করিয়াই মানব বুদ্ধি-গত ভক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে মানব চক্ষু যেরূপ সহজেই আলোকের প্রতি ধাবিত হয়, মানব-বুদ্ধিও সেইরূপই, সহজ ও সুস্থ অবস্থায়, সত্যের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। এই দেখ, জড় প্রকৃতির মধ্যে আমরা কিরূপ আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকারে এই সত্যের অন্বেষণ করিতেছি। এই পরিদৃশ্যমান জগতে জড়বিজ্ঞানের যে সকল সত্য মানবেন্দ্রিয়ের

বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছ, তাহারই অন্বেষণ ও আলোচনার জন্য সভ্য জগতে কত প্রকারের বিদ্বজ্জন সমিতি,—জাতীয় একেডেমি, ইনিষ্টিটিউসন বা রাজকীয় সভা সকল—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভ্যগণের অথবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর কোনও প্রকারের শারীরিক সুখসচ্ছন্দতা সাধন এই সকল সভা সমিতির লক্ষ্য নহে। জড়প্রকৃতির সত্য সকলকে ইহাঁরা নিষ্কামভাবে প্রীতি করেন। বৃহস্পতির উপগ্রহদিগের জ্ঞানে আমাদিগের কি অর্থাগম হইতে পারে? ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ভূগর্ভ-নিহিত সত্য আয়ত্ত করিবার জন্য কি অপরিসীম শ্রম সহকারে এই ভূমণ্ডলকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছেন! কেহ বা সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কোথায় কোন্ জলাভূমিতে কোন্ মৃত জন্তুর অস্থিকঙ্কাল লুক্কায়িত ছিল, তাহার আবিষ্কার ও আলোচনা করিবার জন্য আফ্রিকার নিবীড় অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন! কেহ বা, আবার পৃথিবীর কোন্ পর্ব্বত শৃঙ্গে কি কি প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য, দেশবিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবং ভূগর্ভস্থ বৃক্ষলতা, ও শঙ্খ প্রস্তর প্রভৃতিকে জীবনের সহচর করিয়া, তাহাদের গভীর তত্ত্বের মধ্যেই নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এক ব্যক্তি "সাত সমুদ্র তের নদী" অতিক্রম করিয়া দেশ দেশান্তরে উদ্ভিদতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতেছেন। অপর কেহ বা সমুদায় গার্হস্থ্য সুখ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া, শৈবালাদির আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি এই সকল উদ্ভিদকে আপনার

সন্তান-প্রায় প্রীতি করেন, অথচ ইহারা সে প্রেমের প্রতিদান করে না, কিম্বা খাদ্য বা পানীয় হইয়া ইঁহার জীবন ধারণেরও সহায়তা করিতে পারে না। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তত্ত্ব জানিবার জন্য জ্যোতির্বিদের প্রাণে কত না গভীর আগ্রহ দেখা যায়! কিন্তু এতদ্বারা তাঁহার দেহও আচ্ছাদিত হয় না, আর তাঁহার সন্তান-গণের ক্ষুধারও নিবৃত্তি হয় না। অথচ মৃত্যুভয়ও গ্যালিলিওকে নক্ষত্রমণ্ডলীর তত্ত্বান্বেষণ হইতে বিরত করিতে সক্ষম হইল না! আমি এক কৃপণ ব্যক্তিকে জানি যে, এ জগতের যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা তাহার আপনার ধনই বেশী ভালবাসে। এই ধনের জন্য সে আপনার বুদ্ধি, বিবেক ও ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিতে কিম্বা পারিবারিক স্নেহশৃঙ্খল ছেদন করিতে পারে। বিজ্ঞানের প্রকৃত ভক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যকে এই "কৃপণের ধন" অপেক্ষাও বেশী প্রীতি করেন এবং সেই সত্যের অনুরোধে তিনি সর্ব্বপ্রকারের ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য এবং সর্ব্বপ্রকারের শ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকেন। সত্যের প্রতি এই নিষ্কাম ও পবিত্র প্রেম জ্ঞানী ব্যক্তিকে আজীবন শান্তি এবং সুখ প্রদান করে বটে, কিন্তু তাঁহার এই পরমপ্রেমাস্পদ বন্ধু সত্য, রিক্ত হস্তেই তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন; এ জগতের কোনও মূল্যবান উপহার তিনি আপনার সঙ্গে আনয়ন করেন না।

মানব কি সূক্ষ্মভাবে মানবেতিহাসের সত্য সকল অন্বেষণ করে! কতই না নিবিষ্ট চিত্তে লোকে গ্রীস বা রোমের

বিষাদময়ী কাহিনী অধ্যয়ন করে! যে সকল জাতি বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে, কত না ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে মানুষ তাহাদের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত হয়! অথচ ইহাতে আমাদের শারীরিক সুখসচ্ছন্দতা কিইবা বৃদ্ধি করে? সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত ইলিয়দ কাব্যের কবি কে ছিলেন, কিম্বা হোমর আপনার সেই অক্ষয় কাব্য লিখিয়াছিলেন কি গান করিয়াছিলেন—এ সকল সত্য জানিয়া আমাদিগের সাংসারিক লাভালাভ কি হইতে পারে? অথচ বিগত ষষ্টি বৎসর কাল মধ্যে এই সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য কি স্তূপাকার সাহিত্যেরই না সৃষ্টি হইয়াছে! সভ্যজগতের সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই বিষয়ের আলোচনায় কত তৈল, ও চক্ষুর কত না শক্তি ব্যয় করিতেছেন; এবং জনসমাজ কি আগ্রহ সহকারেই না তাঁহাদের রচিত গ্রন্থরাশি পাঠ করিতেছে! অথচ এতদ্দ্বারা কাহারও খাদ্য পক্ব করিবারও সাহায্য হইবে না, এবং পূর্ব্বে যেখানে ধান্যের একটা শীষ জন্মিত, সেখানে এখন, এতন্নিবন্ধন, দুটী শিষও জন্মিবে না, কিম্বা ইহাতে একহাত রেলের রাস্তাও নির্ম্মাণ কবিবে না, অথবা কোনও উমেদারের অন্ন সংস্থানেরও সহায়তা করিবে না। এই সকল সামান্য বিষয়েও মানব-প্রকৃতির গভীর সত্যলীপ্সা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কারণ সামান্য হইলেও ইহারা সত্য, এবং প্রকৃত রাজপুত্র হলচালনা করিলেও যেমন তাহাতেই তাঁহার রাজশ্রী প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সত্য যতই

ক্ষুদ্র ও হেয় হউক না কেন, সকল অবস্থাতে ও সর্ব্বত্রই তাহাতে মানবের বুদ্ধি আকৃষ্ট হইবেই হইবে।

জড়বিজ্ঞানের বা মানবজাতির ইতিহাসের সত্য অপেক্ষা উচ্চতর ও মহত্তর সত্যসমূহ মানব, আপনার আত্মজ্ঞানের বিবিধ বিধানের মধ্যে, অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়। জগতের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণ কেবল কঠোর মানসিক শ্রমস্বীকার করিয়াই এই সকল সত্য লাভ করিতে সমর্থ হন, অথচ সত্যের স্বর্গীয় গৌরব-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অপর কোনও পার্থিব ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য দ্বারা ইহাঁরা এ বিষয়ে কদাপি পরিচালিত হন না। এই সকল সত্যের সাহায্যে মানবের পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দতা অল্প বিস্তর বৃদ্ধি পায় সত্য; মনের সঙ্গে শরীরের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে আধ্যাত্মিক সত্য মাত্রেই মানবের জড়জীবনের কোনও না কোনও কল্যাণ সাধন করে সত্য; কিন্তু পণ্ডিতগণ এই সকল সত্যের পার্থিব ব্যবহার শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রীতি করিয়া থাকেন। মানবাত্মাকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিবার সময় আরিষ্টোটল আমেরিকায় প্রজাতন্ত্রশাসন-প্রতিষ্ঠা বা ইংলণ্ডে সাধারণ শিক্ষালয় স্থাপনের কথা কল্পনাও করেন নাই।

সহজ এবং বিচারলব্ধ, এই উভয়বিধ সত্যের প্রতিই মানব প্রকৃতিতে এমন একটা গভীর প্রীতিভাব বিদ্যমান রহিয়াছে যে, মানব যতক্ষণ না বহির্জ্জগতের এবং আপনার অন্তঃ

প্রকৃতির প্রত্যেক বিষয় ও ঘটনার অনুরূপ একটা আধ্যাত্মিক ভাব পাইয়াছে, যতক্ষণ না এই বিশ্বের সমুদায় বিষয় তাহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাতে অধিকৃত ও উপলব্ধ হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কিছুতেই শান্ত থাকিতে পারে না। কেবল বিশেষ বিশেষ সত্যের প্রতি নহে, কিন্তু সমগ্র সত্যের প্রতি আমাদের অন্তরে সহজেই এমন বলবতী প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে যে, যতদিন আমরা আপনার অন্তঃপ্রকৃতি দ্বারা এই বাহ্য জড়জগতের সমুদায় বিষয় সম্যক আয়ত্ত করিতে সমর্থ না হই, ততদিন পর্য্যন্ত মনন, বিয়োজন এবং সংযোজন, (ক) এই ত্রিবিধ দার্শনিক প্রক্রিয়ারও বিরাম হইবে না।

এই সত্যের অন্বেষণ করিবার জন্য মানব কত প্রকারের উপায়ই না উদ্ভাবন করিয়াছে! ক্ষুদ্রকে বৃহৎ দেখাইবার জন্য, এবং দূরস্থ পদার্থকে চক্ষের নিকটে আনয়ন করিবার জন্য যে কেবল বহুবিধ বাহ্য উপায় ও জড় যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু মানব সত্যান্বেষণ করিবার জন্য মনের কতই না অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় যন্ত্রও সৃজন করিয়াছে। গণিতবিদ্যা এবং অপরাপর বিজ্ঞানশাস্ত্র সমূহ আবিষ্কার করিয়া, ইহাদের

(ক) আত্মতত্ত্ব এবং জগৎতত্ত্ব, সমুদায় তত্ত্ব আলোচনারই তিনটী প্রক্রিয়া আছে। এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়াতে সত্যান্বেষণ ক্রিয়া পূর্ণ হয়। প্রথম মনন, অর্থাৎ কোনও বস্তু বা ঘটনাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা। দ্বিতীয়তঃ বিয়োজন, সেই বস্তু বা ঘটনার বিভিন্ন অংশকে পৃথক্ পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে তাহার প্রত্যেক অংশের গুণাগুণের বিচার করা। তৃতীয়তঃ সংযোজন, অর্থাৎ এই সকল পৃথগ্‌কৃত অংশকে পুনরায় একত্রিত করিয়া, সেই মূলবস্তু বা ঘটনা হয় কি না, ইহা পরীক্ষা করা।

সাহায্যে আমরা সত্যের খণি খনন করিতেছি। ন্যায় দর্শনাদি আবিষ্কার করিয়া সত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতেছি। অলঙ্কার শাস্ত্রের দ্বারা, এই সকল সত্যকে সুন্দর আকার প্রদান করিতেছি। গণিত, বিজ্ঞান,দর্শন, অলঙ্কার এবং সর্ব্বোপরি এই ভাষা,—এই অত্যদ্ভুত বাক্‌শক্তি, যাহার একার্দ্ধ আমাদিগের আয়ত্তাধীন এবং অপরার্দ্ধ বিধাতার বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া তাহা হইতে তেজও মহিমা লাভ করিতেছে,—এই সকলই সত্য আহরণ, সত্য সঞ্চয় ও সত্য প্রয়োগের যন্ত্র মাত্র।

সত্যের প্রতি এই প্রীতিই সহজ ও স্বাভাবিক মানসিক ভক্তি নামে অভিহিত। জড়পদার্থের কিম্বা মানব সমাজের,—সর্ব্বপ্রকারের প্রাকৃতিক সত্য অধ্যয়নেই, আমরা ঈশ্বরের চিন্তা পাঠ করিয়া থাকি। কারণ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সত্য মাত্রই বিশ্বপিতার বাণীরূপে আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাক্যই মানব-ভাষার উপকরণ, এবং বাহ্য সত্য, ও আধ্যাত্মিক ভাব, এ সকলই পরমেশ্বরের বাক্য, তাঁহার সার্ব্বভৌমিক ভাষার উপকরণ। এই ভাষায়, এই সকলের মধ্য দিয়াই, জগৎ পিতা, অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত, জগতের সমুদায় নরনারীর নিকটে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। মানব ঈশ্বরেরই পুত্র, তাঁহারই আদর্শে সৃষ্ট হইয়াছে। সে আপনার পিতৃভাষাকে ভাল বাসে, এবং পিতার সত্য বাণী শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার প্রাণে সন্তোষ লাভ হয় না। সেই বাণী শ্রবণেই কেবল তাহার

তৃপ্তি সাধিত হয়। বুদ্ধিগত সর্ব্বপ্রকারের ভুল ভ্রান্তি শিশু-মানবের অস্ফুট বাক্য মাত্র। আমরা যে সকল সত্য লাভ করি, তাহার প্রত্যেকটী আমাদের ও ঈশ্বরের জ্ঞানের সাধারণ ভূমিরূপে আমাদিগের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই সত্যেতেই আমাদের উভয়ের জ্ঞানের সম্মিলন হয়; এবং যে পরিমাণে এই সম্মিলন সংঘটিত হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগের জ্ঞানের অঙ্গীভূত হয়,—সেই পরিমাণেই তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের আত্মারও মিলন হয়। চিন্ময় পুরুষের অনন্ত জ্ঞানের মধ্যে এই বিচিত্র বিশ্ব যেরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, আমাদিগের আত্মজ্ঞানের মধ্যেও যতদিন না তাহা সেইরূপ ভাবে বিধৃত ও উপলব্ধ হইয়াছে, যতদিন না এই জড়জগতে লিপিবদ্ধ ঈশ্বর-বাণী মানব সম্পূর্ণ-রূপে আয়ত্ত করিয়া, তাহাকে আপনার দৈনন্দিন অধ্যয়ন আবৃত্তির বিষয় করিতে পারিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত সে কিছুতেই জীবনে পরিতোষ লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

যে সকল বস্তু সংসারের নিকৃষ্টতর কার্য্য সাধন করিয়া থাকে, তাহার তুলনায় আমরা জ্ঞানের যথোচিত সমাদর করি বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞানের মূল উৎস অপেক্ষা তাহার পার্থিব ফলাফলকেই আমরা বেশী মূল্যবান মনে করিয়া থাকি। জ্ঞানের পার্থিব ব্যবহারকে আমি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতে চাহি না। ইহার যে মূল্য একবারে নাই, তাহা নহে। এই পৃথিবীতে খৃষ্টীয়ান জাতি সমূহ কি গুণে বর্ত্তমানে এই উচ্চ

স্থান অধিকার করিয়াছেন ? ইংলণ্ড বা আমেরিকার পার্থিব সুখসম্পদ—তাঁহাদের আরামপূর্ণ বাসগৃহ, তাহাদের কল কারখানা, জাহাজ, বন্দর, দোকানপাট, এবং দেশব্যাপী রেল-পথ,— এসকল কোথা হইতে আসিয়াছে ? তাঁহাদের দেশের মাটী হইতে এসকল উৎপন্ন হয় নাই,—সেখানকার ভূমির ন্যায় এমন নীরস ও অনুর্ব্বর ভূমি আর কোথায় আছে ? তাঁহা-দের আকাশ হইতেও এসকল বর্ষিত হয় নাই, সে আকাশের মত এমন ঝড়-কুয়াসা-পূর্ণ আকাশমণ্ডলই বা আর কোথায় আছে ? ইংরাজের মার্জ্জিত বুদ্ধি,—তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞান হইতেই এসকল সুখসৌভাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইতালীর আকাশ ইংলণ্ডের আকাশ অপেক্ষা কত নির্ম্মল, ইতালীর ভূমি কত উর্ব্বর, তিন সহস্র বৎসরাবধি ইতালীর ক্ষেত্র শস্য-শ্যামল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোথায় ইতালীর সুখ সম্পদ, আর কোথায় ইংলণ্ডের বিপুল ঐশ্বর্য্য! আমেরিকার কি ছিল ? আমেরিকার আবিষ্কারের পরে, আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন কালে, আমেরিকগণের কি ছিল ?—কেবল আপনাদের বুদ্ধি মাত্র সম্বল করিয়া সেই প্রাচীন ঔপনিবেশিক-গণ আমেরিকার গভীর ও দুর্গম অরণ্য ভূমে প্রবেশ করি-য়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কেবল মস্তিষ্কের শক্তি এবং অরণ্যের ভূমি দিয়াই এই আদেশ করিয়াছিলেন,—"এই পৃথিবীকে তোমাদের করায়ত্ত কর ;" এবং আমেরিকগণ এই কার্য্যে তদবধি নিযুক্ত হইয়া, কি অদ্ভুত ফলই না লাভ

করিয়াছেন ? মানব বুদ্ধি একটা সার্ব্বভৌমিক যন্ত্র বিশেষ। জগতের সমুদায় যন্ত্রের সার-চুম্বক মানব বুদ্ধিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। এবং সেই বুদ্ধিই যখন যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ, মানবের ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের উপযোগী বিবিধ যন্ত্র রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কিন্তু আমরা সচরাচর জ্ঞানকে প্রধানতঃ তাহার পার্থিব ব্যবহারোপযোগিতার জন্যই আদর যত্ন করিয়া থাকি। আমাদের দেহের অঙ্গের ন্যায় নহে, কিন্তু একটা বাহ্য যন্ত্রের ন্যায় আমরা, সুবিধামত,তাহার আলোচনা ও ব্যবহার করি। জ্ঞানকে আমরা ভৃত্যরূপে আমাদিগের সেবাতে নিযুক্ত করি, পত্নীরূপে হৃদয়ে আলিঙ্গন করি না। দ্বিবিধ কারণে বর্ত্তমান সভ্যজগতে জ্ঞানের মহিমা ম্লান হইয়া রহিয়াছে। দুই কারণে মানুষ ঠিক সম্পূর্ণরূপে আপনার বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বিশ্বাসী থাকিতে পারিতেছে না। এক কারণ এই যে, মানব এখনও উন্নতি সোপানে অতি নিম্নস্তরে অবস্থিতি করিতেছে ; এবং মানবের বিকাশের বিধানে জড় সর্ব্বদাই আত্মার পূর্ব্বে, বাহ্যবৃত্তিসমূহ সর্ব্বদাই অন্তর্বৃত্তির পূর্ব্বে, বিকশিত হইয়া থাকে। জড় হইতে অজড়ে, ইন্দ্রিয় হইতে অতীন্দ্রিয়ে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, দেহ হইতে আত্মাতে, ইহাই মানব প্রকৃতির সাধারণ গতি। অপর কারণ এই যে,এখনও মানব এত দরিদ্র রহিয়াছে, এখনও "তাহার এত পার্থিব অভাব অপূর্ণ রহিয়াছে" যে বুদ্ধির নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করিবার তাহার শক্তি বা

অবসর কিছুই নাই। যতদিন পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দর পট্ট, বা সূত্র বস্ত্র এবং চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সমন্বিত সুগন্ধ ও সুস্বাদু খাদ্য সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তাধীন হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ সহজেই উষ্ট্র লোমের দ্বারা দেহ আবৃত এবং বন্যফল ও বন্যমধু দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া পরিতোষ লাভ করিয়া থাকে। এখনও মানব মণ্ডলীর চতুর্থাংশ নগ্ন অবস্থাতেই জীবন যাপন করিতেছে। এখনও যখন জনসমাজে জ্ঞানের পার্থিব ফলের এরূপ গুরুতর অভাব রহিয়াছে, তখন যে লোকমণ্ডলীকে জ্ঞানের পারমার্থিক সৌন্দর্য্যে আনন্দিত হইবার জন্য, নিষ্কামভাবে জ্ঞান সাধনা করিতে অনুরোধ করিবার সময় এখনও আইসে নাই, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? এই কঠোর সাধন করিতে পারিতেছে না বলিয়া যেন আমরা মানুষের নিন্দা বা তাহাকে অযথা শাসন না করি!

কিন্তু পার্থিব ভোগলালসাই যে কেবল জ্ঞানপথের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে তাহা নহে। জগতের প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বও লোক চক্ষে জ্ঞানচর্চ্চাকে হীন করিয়া রাখিয়াছে। প্রচলিত ধর্ম্মের প্রচারকগণ পাণ্ডিত্যকে মূর্খতা, বুদ্ধিকে কামাচারী বলিয়া ঘৃণা করেন, এবং বিজ্ঞানের নামে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মনে বড় ভয় কি জানি ঈশ্বর বিষয়ে, ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে, বা তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের দ্বারা তাঁহার পূজার বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়া যাইবে। এ জগতে পুরোহিতের ধর্ম্মাভিমান, পণ্ডিতের জ্ঞানাভি-

মানের নিন্দাবাদ করে! জ্ঞানের গর্ব্ব পরিহার করিতে আমা-দিগকে বলা হয়; কিন্তু হায়! অনেক সময় অজ্ঞানের অহঙ্কারই এই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে।

এমন কি, আমার মনে হয় যে, প্রাচীন কালের ধর্ম্মোপদেষ্টাগণও অযথাভাবে জ্ঞানগৌরবের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, যেমন বর্ত্তমানে, সেইরূপ প্রাচীন কালেও, মানব অনেক সময় কেবল বুদ্ধি-বৃত্তিরই চর্চ্চা করিত এবং সকল সময়ে ইহারও উচ্চ অঙ্গের চালনা করিতে পারিত না বা চাহিত না। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান ও সত্য লাভ তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। আর বুদ্ধিমান লোকেও ধার্ম্মিকের সরল বিশ্বাস ও ব্যবহারকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতে ত্রুটী করিতেন না। এই সকল বিবিধ কারণে ক্রমে ধর্ম্মের সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধির একটা পুরুষ পরম্পরাগত বৈরীভাব জন্মিয়া গিয়াছে। অতএব ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নহে যে, এরূপ অবস্থায় অনেক অতি উদারমতি ধার্ম্মিকও জ্ঞানের প্রতি তীব্রকটাক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এখনও ধার্ম্মিক লোকদিগের প্রাণে বুদ্ধি ও বিচারশক্তির নামে কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্যই মানুষকে ধার্ম্মিকেরা "স্বাধীন চিন্তা" হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহারা আপনারা যেরূপ ভাবে যে বিষয়ের চিন্তা ও আলোচনা করেন, সেরূপে তাহার চিন্তা ও আলোচনা না করিলেই

লোকে অবিশ্বাসী নাস্তিক হইয়া যায় বলিয়া ইহাঁদের ধারণা। মানবের সহজ বুদ্ধিকেও ইহাঁরা ভয় করেন। এই জন্য কোনও চিন্তাশীল প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, সভ্যজগতের ধর্ম্মমণ্ডলী সকল বিষম ভয়ে অভিভূত হইয়া যান। ধর্ম্মযাজকগণ প্রতিভার নামে আরো অধিক আতঙ্কিত হইয়া থাকেন। কিন্তু এ বড় অলীক ভয় যে, বুদ্ধি আমাদিগের আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিবে, এবং ভগবানের জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার প্রতি অন্তরের প্রীতি ভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অথচ অনেক সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিও সর্ব্বদা এই ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন!

সর্ব্বতোভাবে মানব মনের উৎকর্ষ সাধনের স্বপক্ষে,—মানবের ধারণা, কল্পনা ও বিচারশক্তি এ সকলের বিকাশ সাধনের স্বপক্ষে আমি, এস্থলে, বিশেষভাবে, দুচারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। এ জগতে কখনও কখনও অতি প্রতিভাশালী লোক, মানসিক উন্নতির অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া, ধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। ইহাঁদের বিজ্ঞান-বিদ্যা ধর্ম্মের নামে যে সকল মতামত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে, ইহাও সত্য। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা সর্ব্বত্রই বড় অল্প। আর তাঁহারা কি সত্য সত্যই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্যের বিরোধী হইয়াছেন? অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ সত্যের নামে যে অসত্য শিক্ষা দিয়া থাকেন, এই সকল পণ্ডিতব্যক্তি কেবল

তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন? ধার্ম্মিকগণের সঙ্কীর্ণতাতে জগতে ধর্ম্মের নামে লোকে পরস্পরের উপরে যে অত্যাচার উৎপীড়ন কারিয়াছে; এক ধর্ম্মাবলম্বিগণ অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি যে ঘোরতর শত্রুতাচরণ করিয়াছে, এ সকলে ধর্ম্মকে লোক চক্ষে যতটা হেয় ও ঘৃণনীয় করিয়া তুলিয়াছে, চার্ব্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের জড়বাদিগণ পর্য্যন্ত নিরীশ্বর পণ্ডিতদিগের আক্রমণ-উপদ্রবে ধর্ম্মকে তাহার শতাংশের একাংশ পরিমাণেও হীন করিতে সমর্থ হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মমত ও খ্রীষ্টীয়ানগণের ধর্ম্মজীবনই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তি প্রদান করিতেছে। ইহাঁরা ঈশ্বরকে যে আকারে লোক সমক্ষে ধারণ করেন, ইহজীবনে ও পরলোকে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যেরূপ সম্বন্ধ প্রচার করেন, যে সকল কুসংস্কার ও বালকত্বকে মানবের সঙ্গে বিধাতাপুরুষের লীলা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আর যেরূপ ভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রিয় পাপানুষ্ঠান সকলের অনুমোদন করিয়া থাকেন,—এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই লোকে ধর্ম্মের উপরে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। যে প্রকৃত সত্য, প্রকৃত সাধুতা ও প্রকৃত ভক্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, মোটের উপরে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই; কিন্তু ধর্ম্মের নামে যে ভ্রান্তি, অসাধুতা ও অভক্তি প্রচার করা হয়, তাহারই উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান

ও ধর্ম্ম পরস্পরের প্রকৃত বন্ধু ও পরস্পরের সহায়। বিধাতা পুরুষ পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্যই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর যাহার মধ্যে মিল স্থাপন করিয়াছেন, মানুষ কি তাহার মধ্যে ভেদাভেদ আনয়ন করিবে? বিজ্ঞান হইতে ধর্ম্মকে বা ধর্ম্ম হইতে বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে, উভয়েরই ঘোরতর অকল্যাণ হইবে। বর্ত্তমান সময়ের পণ্ডিতগণের প্রাণে সত্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি আছে। সত্যান্বেষণে ইহাঁরা অলৌকিক অধ্যবসায় এবং সৎসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। সত্যের অনুরোধে ইহাঁরা সনাতন ও সম্মানিত ভ্রান্তি সকলকে অবলীলাক্রমে ও অম্লান বদনে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিতেছেন এবং এই জন্য ইঁহাদের কি ঘোরতর নিন্দাবাদই না হইতেছে! ইহাঁরা মানব হৃদয়ের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে আমূল উৎপাটিত করিতেছেন বলিয়া লোকের মনে অনর্থক ভয় সঞ্চার করিয়া দেওয়া হইতেছে। আমার মনে হয়, আধুনিক সময়ের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ভাবের ভক্তিহীনতার প্রতিবাদ ও নিন্দা রটনা করিবার পূর্ব্বে, ধর্ম্মকে যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে প্রীতি করেন, তাঁহাদের একবার এই বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ভাবের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এইরূপ অর্ব্বাচীন ভাবে সমর ঘোষণা না করিয়া, প্রাকৃতিক জগৎ, মানবেতিহাস এবং মানবপ্রকৃতির একটু ধীর আলোচনা করিলে ধার্ম্মিকগণের সমধিক কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। প্রকৃত ও সত্য দর্শন বিজ্ঞানের দ্বারাই কেবল

কাল্পনিক ও ভ্রান্ত দর্শন বিজ্ঞানের ভ্রান্তি ও অমঙ্গল-শক্তির নিরাকরণ করিতে পারা যায়। গ্রীক দার্শনিক ইপিকিউরস হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী পণ্ডিত কোমত পর্য্যন্ত জড়বাদী দার্শনিকগণ মানব সমাজের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অজ্ঞানের দ্বারা এতদপেক্ষা আরো অধিক অকল্যাণ হইত বলিয়াই আমার বিশ্বাস। মানব বুদ্ধিকে পরিহার করিলে, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকেও পরিহার করিতে হয়। পাদ্রি পুরোহিতগণ, মানব বুদ্ধিকে অবিশ্বাস করিয়া যে ধর্ম্ম রচনা করিয়াছেন, অবিশ্বাসী বিজ্ঞান ও নাস্তিক দর্শন অপেক্ষাও তাহাতে জন সমাজের সমধিক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ধর্ম্মের নামে প্রতিষ্ঠিত এই সকল অধর্ম্মের মন্দিরকে ভগ্ন করিয়া মানব আত্মাকে মুক্তিদান করিবার জন্য জগতের কত শক্তিশালী লোকের শক্তি ক্ষয় হইয়াছে। ধর্ম্মের এই বিকৃতি না হইলে এই শক্তি প্রাচীন ভ্রান্তির সংহার কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া, নূতন সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া মানবের উন্নতির কত না সাহায্য করিতে সক্ষম হইত। ইপিকিউরস লুক্রেসিয়াস, ভলটেয়ার, এমন কি, হব্‌স্ এবং হিউমও, মানবের ধর্ম্ম বিকাশের অসাধারণ সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদিগের সেই চেষ্টা ব্যতীত মানবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বর্ত্তমান বিকাশ অসম্ভব হইত। অথচ সংহার কার্য্য সর্ব্বদাই ক্লেশদায়ক ও অপ্রীতিকর। তোমার প্রাচীন ভগ্নপ্রায় আবাস বাটীতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহার কতটা যে ভস্মীভূত হইয়া

যাইবে, তুমি কিছুই বলিতে পার না। সেইরূপ কোনও প্রাচীন ধর্ম্মের অসত্য ও অসাধুতাকে সংহার করিবার জন্য একবার মানবের বুদ্ধি-শক্তি জাগিয়া উঠিলে, সেই সেই ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সত্য ও সার আছে, তাহারও কতটা যে নষ্ট হইবে আর কতটা যে রক্ষিত হইবে, ইহা কেহ বলিতে পারে না। পুরোহিতগণের অভিমান ও অজ্ঞানের প্রাবল্যেই কপিলের নিরীশ্বর যোগ বা বুদ্ধের নিরীশ্বর নীতির প্রবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। পুরোহিতের অজ্ঞানের দ্বারা পণ্ডিতের জ্ঞানের প্রতিবাদ করা যায় না। অপ্রীতিকর যুক্তির শক্তি মূর্খতার দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না। সূচির ছিদ্রের মধ্যে কি কখনও বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতে পারা যায়? বুদ্ধির সংকীর্ণতার মধ্যে তবে উদার ও বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব কিরূপে ধারণ করিতে পারিবে? ধর্ম্মেরই জন্য অপরিমেয় জ্ঞানের প্রয়োজন। ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসমাজ, ধর্ম্মসাধন, ঈশ্বর ও মানুষ,—সকল বিষয়েই মানব-চিন্তার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করা আমি বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করি। মানবের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের উপরে, বহুল পরিমাণে, তাহার ধর্ম্মের শক্তি ও শুদ্ধতা নির্ভর করে। নির্ব্বোধ ব্যক্তি কখনই জ্ঞানময়ী ভক্তি লাভ করিতে পারে না। মানব মাত্রেই আপনার স্বভাবের প্রেরণায়, সত্যকে প্রীতি করিয়া থাকে। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন কর, তাহারা সহজেই সত্য দেখিবে, সত্য জানিবে, এবং সত্যের সমাদর করিবে। বর্ত্তমান সময়ে জগতের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মযাজক

ও ধর্ম্ম-প্রচারকগণের পক্ষে অসাধারণ মানসিক উৎকর্ষ লাভ করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। জগতের ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের অনেকেরই এই উৎকর্ষ নাই বলিয়া, ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ড ব্যতীত অপর কোন বিষয়েই চিন্তাশীল লোকেরা তাঁহাদের মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। ইহাতে এখনও জন-সমাজে তেমন অনিষ্টোৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে যে এতন্নিবন্ধন কি গুরুতর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, তাহা আমরা এখন কল্পনাও করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

মানব নানা উপায়ে অনন্ত পরমেশ্বরের সঙ্গে ধ্যানযোগে যুক্ত হইয়া থাকে। জ্ঞান-মার্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তিকেও আমি ভগবদ্‌ধ্যানের একটী উপায় বলিয়া মনে করি। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে পরমেশ্বর কেবল বিবেক, হৃদয়, বা আত্মার মধ্য দিয়াই মানব অন্তরে তাঁহার আত্মভাব প্রেরণ করেন না; কিন্তু বিচার-শক্তি, কল্পনা এবং ধারণা-শক্তি,—মানব মনের এই সকল শক্তির মধ্য দিয়াও মানুষ ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া থাকে। মানবের মানসিক প্রকৃতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়া, অলৌকিক রূপে বা খামখেয়ালী ভাবে, ঈশ্বর, বুদ্ধির মধ্য দিয়া, তাহাকে অনুপ্রাণিত করেন না। কিন্তু এই অনুপ্রাণন গ্রহাদির মাধ্যাকর্ষণী শক্তি কিম্বা ভূতাদির রাসায়নিক আকর্ষণের ন্যায় অটল ও সনাতন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। চিন্তাহীন ব্যক্তিকে চীন্ময় পুরুষ কখনই আপনার সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন না; ঈর্ষা-প্রবণ

লোকের প্রাণেও তিনি আপনার প্রেমের শক্তি ঢালিয়া দেন না। ঈশ্বর ইহুদি সাধুদিগকে জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন,—মুশা ও ঈশার প্রশস্ত হৃদয়কে তিনি জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, একথায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কেবল যে ইহুদী সাধুগণই ঈশ্বরানুপ্রাণিত ছিলেন, ইহা আমি মনে করি না। গ্রীসের, রোমের, জর্ম্মাণির, ফরাসিসের, বিলাতের, মার্কিণের এবং ভারতের,—জগতের সকল দেশের সকল সাধুই ঈশ্বরানুপ্রাণিত। মানবসন্তান মাত্রেই বিশ্বজননীর বিশাল বক্ষে থাকিয়া তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে। বুদ্ধিগত ঈশ্বরানুপ্রাণন সত্যের আকারেই মানব অন্তরে প্রবাহিত হয়। কিন্তু অনুপ্রাণিত ব্যক্তির আত্ম-জ্ঞানের পরিমাণ অনুযায়ীই তাঁহার প্রাণে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চারিত হইতে পারে। গোস্পদের ন্যায় হৃদয়-ভাণ্ডও ঈশ্বরের সত্যের দ্বারাই পূর্ণ হয় বটে; কিন্তু সাগরের ন্যায় বিস্তৃত যে হৃদয় ভাণ্ড, যাহা সত্যের সাগরের সমুদায় জলরাশি পান করিবার জন্য পিপাসিত, তাহাতে যত সত্য ধরিবে, গোস্পদও কি ততই ধারণ করিতে পারিবে? তোমার মনকে যে পরিমাণে প্রশান্ত ও উন্নত করিবে, সেই পরিমাণে তুমি বিধাতার সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে। মানব মনের সন্নিধানে, মানবের ভোগের জন্য, মানবের দ্বারা গৃহীত হইবার অপেক্ষায়, অনন্ত সত্য এই মধুর আকাশকে সতত পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্য আপন আপন মন-ভাণ্ডের পরিমাপে এই সত্য লাভ

করিতেছে। ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তি কেবল সামান্য সত্যই লাভ করিতে সমর্থ হয়; এবং তাহার আয়তমনা প্রতিবেশী যদি তাহার ধারণাতীত সত্য লাভ করে, তজ্জন্য তাহার আপনার দুঃখিত হওয়া, কিম্বা সেই প্রতিবেশীর নিন্দাবাদ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

মানব সত্যকে কতই না প্রীতি করে! আমরা কোন মতেই সত্যকে পরিহার করিতে পারি না। সত্য মানব-মনের এমনই প্রিয় বস্তু যে সত্য স্বরূপের একটী বাণীও আজ পর্য্যন্ত এই মোহাচ্ছন্ন চিন্তাহীন সংসার একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই। এক একটা বিশেষ সত্যের কি অলৌকিক শক্তি। কেবল শক্তিরূপে তাহার আলোচনা করিলেও অবাক হইয়া যাইতে হয়। সত্যের শক্তি নর-সমাজে কি তুমুল আন্দোলনই না করিয়াছে। অথচ প্রথমে ইহার ন্যায় অক্ষম বস্তু জগতে আর কিছু থাকিতে পারে, তাই মনে হয় না। তখন মনে হয়, এ ক্ষুদ্র ভাব, এই অসহায়, অসমর্থ, ক্ষুদ্র সত্য কিরূপে জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে? ইহার না আছে হাত, না আছে পা, কেমন করিয়া এ সংসার পথে সে একাকী বিচরণ করিবে? এই নবজাত সত্যকে দেখিয়া মনে হয় যে, যে সে ব্যক্তি ইহাকে অঙ্গুলি-তাড়নায় নিষ্পেষিত ও নিঃশেষিত করিতে পারিবে? আবার এ ক্ষুদ্র শিশু কাহারও তোষামোদ করে না, কোনও মানবের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হয় না। সে কোনও মানুষের দাসত্ব স্বীকার করে

না। দেখিলেই মনে হয়, যেন তাহার মৃত্যু অতি নিকটে, —পরমুহূর্ত্তেই জীবনলীলা পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে। তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া রাজা বা পুরোহিত আপনার বিরাট পদের দ্বারা নিষ্পেষিত করিলেন; ক্ষুদ্রকায় সত্য, এবার বুঝি নিহত ও বিলুপ্ত হইল! কিন্তু বৃথা সে ভয়! আকাশের বিদ্যুৎকে পদদ্বারা দলিত করাও বা সম্ভব, কিন্তু সত্যকে চাপিয়া মারা সম্ভব নহে। এই জগতের সমুদায় পদার্থের মধ্যে সত্য সর্ব্বাপেক্ষা চিরজীবী। ঈশ্বরের ন্যায় সত্যও অক্ষয় ও অপরাজেয়। সত্য সেই অনাদ্যনন্ত চীন্ময় পুরুষেরই অনাদ্যনন্ত চীৎখণ্ড; ইহাকে কি তাঁহারই গুণ বলিব, বা তাঁহার সত্তার সার কহিব? সত্য এমনি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সত্যস্বরূপের সঙ্গে আবদ্ধ যে, তাহাকে কি বলিয়া ডাকিব, বুঝিয়া উঠি না। অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ সকলও ভূমিসাৎ হইয়া যায়; কালে, অক্ষয় প্রস্তর মূর্ত্তি সকলও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, প্রান্তর বায়ুর ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া যায়; যে সকল শৈল শিখর হইতে তাহা খোদিত হইয়াছিল, তাহাও বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া আকাশের বায়ুরূপে, সূক্ষ্মদেহে, পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে;—কিন্তু সত্য চিরদিনই থাকিবে। মৃত্যু ও পরিবর্ত্তনকে অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত সত্য এ জগতে বিরাজ করিবে। পৃথিবী এবং স্বর্গ সমুদায় বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সত্যের ধ্বংস নাই। একটা সত্যবাণীও মানব সমাজে কখনই লোপ পাইবে না। সর্ব্বশক্তিমান্ আপনার

মোহরাঙ্কিত করিয়া, যে সত্যকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, অনন্তকাল পর্য্যন্ত সে মানব সমাজে প্রচলিত থাকিবে। জগতের সমগ্র সেনামণ্ডলী মিলিত হইয়াও কি গণিতের একটা সত্যকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে? একের সঙ্গে একের যোগ হইলে, দুই না হইয়া তিন বা দেড় হইবে, এ বিধান কি কেহ প্রচলিত করিতে পারে? যেমন গণিতের সত্যকে পরিবর্ত্তিত করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে, তেমনি ধর্ম্ম, বা রাজনীতি বা পরমার্থ-তত্ত্বের একটী সত্যও পরিবর্ত্তিত বা বিচলিত করিতে কেহ সক্ষম হইবে না। অসত্য সর্ব্বদাই অসত্য, এবং সত্য সর্ব্বদাই সত্য।

ব্যক্তি বিশেষের জীবনে এক একটা বিশেষ সত্য কিই না প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মা পল দেখিলেন যে, ঈশ্বর ইহুদী ও জেণ্টাইল (ক)—,সকল লোককেই সমভাবে প্রীতি করেন। এটা লক্ষ্য করা আজ আমাদিগের নিকট অতি সামান্য কথা বলিয়াই মনে হয়। মানুষ যে কখনও অন্যরূপ ভাবিতে পারে বা ভাবিত, ইহা আমরা ধারণাই

(ক) ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণ যেরূপ অনার্য্যদিগকে ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি কহিতেন, এবং আর্য্যে ও অনার্য্যে, একটা অনতিক্রমনীয় ব্যবধান স্থাপন করিয়াছিলেন; ইহুদীগণ জগতের অপরাপর জাতির সঙ্গে আপনাদের সেইরূপ একটা ব্যবধান স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহুদী-ইতর জাতি সকলকে তাঁহারা জেণ্টাইল বলিতেন, এবং আপনাদিগকে ঈশ্বরের চিহ্নিত জাতি মনে করিয়া, অপর লোককে ঈশ্বর যে সেইরূপ ভাবে প্রীতি করেন, ইহা বিশ্বাস করিতেন না।

করিতে পারি না। ঈশ্বর কেন না ইহুদী ও জেণ্টাইলকে সমভাবে ভাল বাসিবেন? তাঁহার পক্ষে এরূপ না করাই সম্পূর্ণ অসম্ভব। অথচ সেই সময়ে, পলের এই কথাটাও একটা অসাধারণ সত্যরূপে লোকের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং এই সত্য লইয়াই প্রাথমিক খৃষ্টসমাজে, বিষম মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বিভক্ত করিয়াছিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এই সত্য পলের হৃদয়ে পতিত হইল; আর অমনি তাঁহার অন্তরে কি অলৌকিক বীরভাব, তাঁহার জীবনে কি জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগের শক্তি জাগিয়া উঠিল! অভাব, ক্লেশ, নির্যাতন, আপনার পূর্ব্বতন সঙ্গী ও ধর্ম্মবন্ধুগণের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য, বেত্রাঘাত, কারাবাস, অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত কিছুতেই পলকে বিচলিত করিতে পারিল না। সত্যের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, এক নূতন শক্তি তাঁহার রসনাতে ফুটিয়া উঠিল ও তাঁহার লেখনী অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। যেখানে গমন করেন, সেইখানেই তাঁহার শত্রুদল প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু পরিণামে তাঁহার সত্য ও তাঁহার শৌর্য্য দেখিয়া, ইহাঁরাই আবার তাঁহার বন্ধু হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে লোকে এই নূতন মত বুঝিল, তাহার সত্যতা অনুভব করিল, তাহার শক্তি প্রত্যক্ষ করিল, এবং পশ্চাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রাচীন ভ্রান্তিও দেখিল,—দেখিয়া, বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইল। জোভ রোমের দেবতা, পেল্লাস এথিনীয়দিগের দেবতা, সামেও এবং কার্থজের দেবতা জুনো; ইস্রেলের প্রভু

জিহোভা এবং তারীয় নগরী সকলের উপাস্য বেএল। এই সমুদায় দেবগণের প্রত্যেকে অপর দেবতাদিগের উপাসকগণের উপরে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; প্রত্যেকেরই আপনার বিশেষ উপাসনা ও বিশেষ ক্রিয়াকলাপ না হইলে চলে না; এবং এই সকল পূজা আরাধনা প্রভৃতি আবার অপর দেবগণের নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর। মানুষ এখন এই দেবদ্বন্দ্বকে একটা বিষম ভ্রান্তি বলিয়া মনে করে। ইহা হইতে জনসমাজে কি অনিষ্টপাত হইয়াছে এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এই দেব-দ্বন্দ্ব হইতেই বহুযুগব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটিয়াছে। ইহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে নিদারুণ বিদ্বেষ ও ঈর্ষাভাব উৎপন্ন হইয়াছে। এই কারণেই, একই জাতির মধ্যেও, পুরোহিতে পুরোহিতে মহা কলহ বিবাদ ঘটিয়াছে। এই জন্যই ইহুদী ও জেণ্টাইলের মধ্যে বিষম বিরোধীতা জন্মিয়াছে। মহাত্মা পল বলিলেন, —সকলেই "ঈশাতে এক হইয়াছে।" (খ) এবং এই সত্য শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে এক মহাভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া খৃষ্টীয়ানগণ তাঁহাকে শতমুখে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। এই সত্যেরদ্বারা পলেরও প্রভূত কল্যাণ

(খ) পল খৃষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন। থিওডোর পার্কার এখানে পলেরই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং খৃষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন না। আমাদের ভাষায় বলিতে গেলে আমরা বলিতাম—ঈশ্বরেতে সকলেই সম্মিলিত হইয়াছে।

হইল। ইহা দ্বারা তাঁহার জীবন উন্নত, তাঁহার মন প্রশস্ত হইল। এতন্নিবন্ধন তাঁহার বিবেক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইয়া, পাপ ও মৃত্যু-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিল। তাঁহার প্রীতিও প্রসারিত হইয়া জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে জগতের সকল নরনারীকে গিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিল, এবং ইহুদী ও জেণ্টাইলের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীর ভূমিসাৎ হওয়াতে পলের অন্তরাত্মা পরমাত্মাকে স্পষ্টতরভাবে দেখিতে সমর্থ হইল।

যে জাতি জগতে যে পরিমাণ সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, আমরা প্রায়শঃ সেই জাতিতে সেই পরিমাণ মহত্ত্ব আরোপ করিয়া থাকি। কোনও জাতির কতলোক রাজকীয় কার্য্যে মতামত দিবার অধিকারী, ইহা জানিতে হইলে, আমরা লোকের মাথাগণনা করিয়া থাকি;—এতগুলি রুশ, তাতার বা চিন এখানে আছে, ইহা স্থির করি। কিন্তু লোকের মনের গতি ও শক্তি নির্দ্ধারণ করিতে হইলে,—কত লোকে রাজকীয় কার্য্যে মতামত দিবার অধিকারী, কেবল তাহা নহে, কিন্তু তাহারা কোনও বিশেষ বিষয়ে কি মতামত দিবে, ইহা জানিতে চাহিলে,—তাহাদের চিন্তা ও ভাব, তাহাদের মধ্যে চিন্তাশীল মহৎ লোক কে, কে, কয় জন আছেন, কোন্ কোন্ সত্য তাহারা লাভ ও আয়ত্ত করিয়াছেন, এই সকল তত্ত্ব আমাদিগকে নির্দ্ধারণ করিতে হয়। কোনও জাতির জনমণ্ডলী বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে;

বর্ব্বর লোকে থিবীস নগরের কীর্ত্তিকলাপ লোপ করিয়া দিতে পারে; জেরুজেলামের মনোরম হর্ম্ম্যমালা বন্য জন্তুর আবাস ভূমি হইতে পারে, সক্রেটিস ও আরিষ্টোটলের সেই প্রাচীন ও পবিত্র অধ্যপনা-ক্ষেত্র জঙ্গলাকীর্ণ হইতে পারে;—কিন্তু তথাপি মিশর, জুদিয়া বা এথেন্‌সের বিনাশ হইবে না। এই সকল প্রাচীন জাতির আবিষ্কৃত সত্য সকল অমর হইয়া আজিও জীবিত রহিয়াছে। আজিও জগতের জ্ঞানী-সমাজ এই সকল প্রাচীন জাতির ভগ্নাবশেষকে পুণ্যভূমি জ্ঞানে পূজা করিতেছেন। বিধাতা পুরুষ যে কোন বিশেষ জাতিকে অপর জাতি অপেক্ষা অধিক প্রীতি করিয়া, এইরূপ ভাবে, অধিক পরিমাণে তাঁহার সত্য-সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন, আমি এরূপ বিশ্বাস করি না। তিনি সভ্য এবং অসভ্য, জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকল জাতিকেই সমভাবে প্রীতি করেন। কিন্তু আমরাই কেবল এই সত্য-সম্পত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির শ্রেষ্ঠতা বিচার করিয়া থাকি; এবং এই সত্য-সম্বলেই জাতি বিশেষকে ইহ জগতে অমরত্ব প্রদান করিয়া থাকে।

মহান্ সত্য সকল মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থকেও আপনার বাহন রূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপেই বণিকের পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমে উষ্ট্রপৃষ্ঠে বা সাগরবক্ষে অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া সত্য দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইংরাজ প্রভৃতি কোনও কোনও জাতি সত্য অপেক্ষা সত্যের বাহনকেই সমধিক প্রীতি করিয়া থাকেন;

সত্যের জড়তম প্রকাশকেই আদরআলিঙ্গন করিতে ভাল বাসেন। এইরূপেই সমাজনীতি বা রাজনীতির মহান্ সত্য সকল ধর্ম্ম, প্রেম, বা বিশ্বজনীন ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে, অর্থব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাজনীতির মহান্ সত্য সমুদায় তাহাদের নিজের গুণে নহে, কিন্তু উপদ্রব-ভয় কিম্বা অন্যবিধ পার্থিব ফলাফলের চিন্তা দ্বারাই মানব-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে। মানব সমাজ কখনও কখনও আপনাদের এই সকল মানস পুত্রকে তাহাদের পরিহিত পরিচ্ছদের মূল্যের লোভেই সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়াছে। বিধাতা পুরুষও যে জাতি যে সত্যকে যে আকারে গ্রহণ করিতে পারিবে, সেই সত্যকে সেই আকারেই সেই জাতি মধ্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশে জননীগণ এইরূপেই শর্করা-নির্ম্মিত বর্ণমালা দ্বারা আপন আপন শিশু সন্তানকে বর্ণমালা শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতে শিশুগণ আহার ঔষধ দুই এক সঙ্গে প্রাপ্ত হয়!

কিন্তু সর্ব্বদাই যে আমরা স্বার্থের সঙ্গে জড়িত না হইলে সত্যের সমাদর করিতে পারি না, তাহা নহে। আমাদের জীবনেই আমরা এমন এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, যিনি, আপনার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়কে যদৃচ্ছা পরিচালিত করিবার অধিকার মানব মাত্রেরই আছে, এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন। নির্দ্দোষ মানুষকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা যে গুরুতর অন্যায়, এবং কোনও রাজবিধি, কোনও

চিরাগত সামাজিক প্রথা, ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনও স্বার্থ যে এই অন্যায় অবিচারকে ন্যায়সঙ্গত করিতে পারে না,— তাঁহার প্রাণে এই সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল। এই সত্যের আলোক তিনি মার্কিণের দাসত্বপ্রথার উপরে ধারণ করিলেন। অমনি সত্যে ও স্বার্থে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। কিন্তু এই সত্য এই ব্যক্তির জীবনে কত না শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ইহাতে তাঁহার জীবন-ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তাঁহাকে প্রভূত শক্তিমান্ করিয়া তুলিল, তাঁহার বিবেক-চক্ষু আধুনিক সমাজের এই প্রবল অন্যায় অবিচার দেখিতে পাইল এবং তাঁহার প্রীতিভাব প্রশস্ত হইয়া গেল। অবশেষে তিনি কায়মনোপ্রাণে অত্যাচার-পীড়িত কাফ্রিদাসদিগের উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সত্য-সংস্পর্শে তাঁহার আত্মা সজাগ হইয়া তাঁহার জীবনে ভক্তির শক্তিকে নরসেবাতে নিযুক্ত করিল। এই সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে হয় ত তাঁহার ভক্তিভাব নিষ্ফল হা হুতাশেই পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু এখন ইহার শক্তি আপনার স্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া, সমাজের গুরুতর অমঙ্গলের উপরে জয়লাভ করিতে লাগিল।

কিন্তু সত্যের শক্তি যে কেবল ব্যক্তিগতজীবনেই সম্যক্ প্রকটিত হয়, তাহা নহে। ব্যক্তির সমষ্টি যে সমাজ, তাহাও অবনত মস্তকে সত্যের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। প্রথমতঃ কোনও বিশেষ ব্যক্তি এই সত্য দর্শন করেন। কিন্তু কিছু-

কাল পর্য্যন্ত তিনিও কেবল আব্‌ছায়ার মতই সত্য দর্শন করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ স্পষ্টতররূপে, সত্যের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহার দৃষ্টিসমীপে উদিত হয়; এবং এই সত্য প্রবলভাবে তাহার প্রাণে জ্বলিতে থাকে। আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। ইহাকে, উহাকে এইরূপ করিয়া, যাহাকে পান, তাহাকেই তিনি এই সত্যের সংবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন; এবং লোক সমক্ষে যত তাহার প্রকৃতি বর্ণনা করেন, ততই তাঁহার হৃদয়জাত সত্যও আরো উজ্জ্বল হইতে থাকে। অপরেও ক্রমে অতি ক্ষীণভাবে, আলোক-আঁধারে, এই নূতন সত্য দেখিতে আরম্ভ করেন। এই সত্য ক্রমে লোকের মনে আপনার প্রতি প্রীতিভাব উদ্রেক করিয়া দেয়। অতঃপর দু চারি ব্যক্তি আংশিকভাবে এই সত্য গ্রহণ করেন। তখন জলের উপরে সূর্য্য-রশ্মি পড়িয়া তাহার প্রতিবিম্ব যেমন কাঁপিতে কাঁপিতে অপর বস্তুতে গিয়া পতিত হয় ও তাহাকে আলোকিত করে, সেইরূপ সত্যও এক প্রাণ হইতে ভয়ে ভয়ে অপর প্রাণে সঞ্চারিত হইতে থাকে। ইহার অনতিবিলম্বেই সমভাবাপন্ন লোকেরা একত্রিত হইয়া পরস্পরের সহানুভূতি ও সাধনার দ্বারা এই নবজাত সত্যকে বিকশিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। ইহাঁরা একটী বিশ্বাসী দল গঠন করেন এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এই নূতন সত্যে পরিপুষ্টি লাভ করেন। সত্যের এই সেবক দল ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। জনসমাজ তখন নূতন সত্যের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করে।

কখনও বা তাহারা রাজশক্তি দ্বারা ইহাকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হয়, কখনও বা বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুক্তি-তর্কের দ্বারা ইহার উচ্ছেদ সাধনে নিযুক্ত হয়। কখনও বা অশেষ নিপুণতা সহকারে সঙ্গোপনে ইহাকে বিনাশ করিতে চাহে, কখনও বা প্রকাশ্যে অতি স্থূলভাবে ইহার গতিরোধ করিতে যায়। এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইবামাত্রই সত্য প্রথমে একটু তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করে। সত্যের মুখপাত্র সকল এই সময়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ত করিয়া, জগতের সঙ্গে তাঁহাদের আপন আপন সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু এই সকল বিঘ্নবাধাতে সত্যের শক্তিবিকাশের বিশেষ সহায়তাই করিয়া থাকে। কারণ তখনই নব সত্যের নূতন শিষ্যগণ শান্ত সমাহিত হইয়া বিচার ও আলোচনা দ্বারা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করেন; ইহার দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন; প্রচার উদ্দেশে আপনাদিগের বাক্‌শক্তি বিকশিত করেন; লোক সমক্ষে ইহাকে উপস্থিত করিবার উপযুক্ত প্রণালী উদ্ভাবন করেন; এবং ইহাকে কোনওরূপ বাহ্য আকারে নিবদ্ধ করিতে যত্ন করেন। সত্য মাত্রেরই এই বাহ্য আকার প্রয়োজন। মানবের প্রত্যেক মানসিক চিন্তা এবং ভাবই কেবল ভাবরূপে থাকিতে পারে না, কিন্তু সততই বস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহে। তখন এই নূতন সত্যের উপদেষ্টাগণ স্পষ্টতররূপে ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে আপনাদিগের অন্তর-জাত সত্য প্রচার করিতে সমর্থ হন, এবং ইহাতে যে বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা এই সত্যের

সঙ্গে সংলগ্ন সর্ব্বপ্রকারের ভুল-ভ্রান্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ও এই নূতন সত্য, সর্ব্বপ্রকারের আকস্মিক, জাতীয় বা ব্যক্তিগত সংকীর্ণভাব ও সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়। এইরূপেই ধর্ম্মবিষয়ক বা জনহিতকর প্রত্যেক মহান্ সত্য জগতে প্রচারিত হইয়া, আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। অথচ ধর্ম্ম বা নীতি সম্বন্ধীয় প্রত্যেক নূতন সত্যই প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ করে,এবং প্রথমে যাঁহারা তাহাকে গ্রহণ করেন,তাঁহাদের মস্তকে এক অভিনব ভার স্থাপন করিয়া দেয়। প্রাচীন সুখস্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দিয়া,লোকের নিন্দাঘৃণার পাত্র হইয়া,বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনবর্গের স্নেহমমতা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া,নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠাতাদিগকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই সমাজে হেয় ও হীন হইয়া যাইতে হয়। প্রথম যুগের খৃষ্টীয়ানগণকে কত না অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল? সত্যের উপাসকগণ এ সকল অত্যাচার নির্যাতন অম্লানবদনে সহ্য করেন এবং তাহাতেই সত্য অপ্রতিহত গতিতে জগতে প্রচারিত হইতে থাকে। ক্রমে জ্ঞানী লোকেরা আসিয়া নূতন সত্যের দর্শন-বিজ্ঞান আবিষ্কার করেন, বাগ্মিগণ ইহাকে বিবৃত করেন, এবং বাহ্য অনুষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহাকে দেহবদ্ধ করে। তখন এই সত্য এক নূতন শক্তিরূপে জগতে অবতীর্ণ হয়। কিছুতেই ইহাকে আপনার স্থানভ্রষ্ট বা ইহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপেই খৃষ্টধর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বুদ্ধ, মহম্মদ,

বা চৈতন্য প্রচারিত সত্য সকলও এইভাবেই জনসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধানের উপরে যে মানবের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, এ সকল যে তাহার বিকাশ সাধনের সাময়িক যন্ত্র মাত্র, এবং মানব যে যদৃচ্ছা এ সকলের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন করিতে পারে, এই সত্য প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মানব-মনে প্রতিভাত হইতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমান সময়ে এটা অতি সহজ কথা বলিয়াই মনে হয়, তোমরা সকলেই ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়া থাক। কিন্তু এক সময়ে ইহাই একটা অভিনব ও মহান্ সত্যরূপে মানব সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল! ইহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ। রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্ম বিধানে এই সত্য প্রযুক্ত হইতে পারে, মার্টিন লুথার ঈষদ্ভাবে ইহা লক্ষ্য করিলেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় কিন্তু এই সত্যকে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু চাহিয়া দেখ সেই অসহায় সত্যই জগতে কি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছে। এই সত্য কত কোটী কোটী লোককে অনুপ্রাণিত করিয়াছে! কত নূতন নূতন বিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে! কত শত সহস্র নরনারীকে নবজীবন প্রদান করিয়াছে! ক্রমে লোকে, রাজনীতিতে যে এই সত্য প্রয়োগ করা যায়, স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রেও যে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহা বুঝিতে লাগিল

এবং অমনি হোল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফরাসীস,—খৃষ্ট জগতের সর্ব্বত্র, ঘোরতর রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিতে আরম্ভ করিল। মানুষ ইহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। ইংলণ্ডের একজন রাজা, এই নূতন সত্যের সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"বৈপ্লবিকভাব ইংলণ্ডের চতুঃপার্শ্বস্থ সাগর-তরঙ্গ কখনই অতিক্রম করিতে পাইবে না।" আর তাহা সেই রাজারই শিরশ্ছেদ করিয়া তাঁহার বংশধরদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিল! কিন্তু প্রাচীন বিধানের সংহারই কেবল সত্যের একমাত্র কার্য্য নহে। তাই বিবিধ শ্রেণীর রাজ-তন্ত্র শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া, আপনার অনুযায়ী ও উপযোগী নব নব শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এই সত্য আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সত্যই ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি দেশ হইতে বর্ত্তমান আমেরিক জাতির পরিপক্কবয়ঃ ও ধর্ম্মভয়প্রবণ পূর্ব্বপুরুষদিগকে আমেরিকায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে যে কি মহৎ ফল উৎপন্ন হইবে, ইহা তাঁহারা জানিতেন না। যে দেশ অশেষ হিংস্র জন্তু ও হিংস্রতর অসভ্য মানবের দ্বারা অধ্যুষিত, গভীর অরণ্যরূপে ভূপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছিল, আজ সেখানে কত প্রকারের ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিধান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—সেই প্রাচীন সত্য হইতে আবার কত নূতন নূতন সত্য উদ্ভূত হইতেছে! মানুষ মাত্রেরই আপনার

জীবন রক্ষা, মানসিক ও শারীরিক স্বাধীনতা ভোগ, এবং ইহপারলৌকিক সুখ অন্বেষণ করিতে সমান অধিকার আছে,—এই নূতন সত্য, সেই প্রাচীন সত্যেরই শাখা মাত্র। এই সত্য অবলম্বন করিয়া আজ মার্কিণের একশতত্রিশটী ক্ষুদ্র রাজ্য অভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি লাভ করিতেছে।

বহুকাল পূর্ব্বে যে সত্য লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, এখন জীবনের কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া তাহার কার্য্যকারিতা ও উপযোগিতা প্রমাণিত হইয়াছে; এবং পুরাকালে যে পথে ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত পিউরিটানগণ আমেরিকায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ সেই সত্য সেই পথেই পুনরায় ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ইউরোপীয় জাতি সকল অকৃত্রিম আগ্রহ সহকারে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া, সেই মহাসত্যকে সাদরে বক্ষে ধারণ করিতেছে। মানব সর্ব্বপ্রকারের মানবীয় বিধিবিধানের উপরে স্বয়ং প্রভুত্ব করিবে, কিন্তু কোনও লৌকিক বিধানের দাসত্ব করিবে না;—সে আপনার হিতার্থে এই সকল বিধান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এ সকলের দাসত্ব করিবার জন্য বিধাতা পুরুষ তাহাকে সৃষ্টি করেন নাই,—এই প্রাচীন সত্য, আমেরিকায় পরীক্ষিত হইয়া আজ ইউরোপে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু কতিপয় বৎসর কাল মধ্যে সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে এই সত্য কি প্রলয়কাণ্ডই না উপস্থিত করিয়াছে। এই

সত্য প্রভাবেই ক্রমে অনেক ধর্ম্মহীন সিংহাসন ধূলিসাৎ হইবে; পূর্ব্বে যেখানে যোদ্ধৃকাম সেনা সামন্তের কোলাহল উত্থিত হইত, ক্রমে তথায় শান্তির মৃদুল বংশীধ্বনি নিনাদিত হইবে। এখনই স্থানে স্থানে দুর্গখাত সকল ভরাট হইয়া নাগরিকগণের প্রমোদ-উদ্যানে পরিণত হইয়াছে।

এই মহাসত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমেরিকাতে লোকমণ্ডলী দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে। এই আন্দোলন কি দ্রুতবেগে দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে! লেখনী চালনার দ্বারা, উপহাস বিদ্রূপের দ্বারা, করদাতৃগণের বা তাহাদিগের প্রতিনিধিগণের মতামত সংগ্রহের দ্বারা, এমন কি জগতের সমুদায় সেনামণ্ডলীর দ্বারাও, এই সত্য আর বিনষ্ট হইবে না। মানব প্রকৃতি হইতে এই সত্য উৎপন্ন হইয়াছে,—মানবের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে ইহা বিজড়িত, মানব-কুল নির্ম্মূল না হইলে কখনই একেবারে এ সত্যের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হইবে না। অথচ ইহা কেবল একটা ভাব, একটা চিন্তা মাত্র। ইহার হস্ত পদ কিছুই নাই। অথচ যে ব্যক্তি এই সত্যকে সর্ব্বপ্রথমে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল,—সে কি না করিয়াছে! তাঁহার গ্রামস্থ লোকেরা তাঁহার অপেক্ষা গ্রামের ক্ষুদ্রতম মুদিপশারীকেও যে বেশী কাজের লোক বলিয়া বিশ্বাস করিত, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তামাকের দাম সেরপ্রতি এক আনা কমিয়া গেলে, কিম্বা কোনও প্রতিবেশীর গোশালায় একটা নূতন বৎসতরীর

আগমন হইল, লোকে যতটা গুরুতর ব্যাপার ঘটিল মনে করিত, এই ব্যক্তির সেই প্রবল সত্য প্রচারকে ততটা গুরুতর ব্যাপার বলিয়াও কেহ মনে করে নাই। কিন্তু সেই সকল লক্ষ লক্ষ অজ্ঞান ব্যক্তি অপেক্ষা সেই এক জ্ঞানী ব্যক্তির শক্তি কি প্রায় অনন্তগুণে অধিক নহে? সত্য মাত্রেই পরমেশ্বরের স্বর্গীয় যন্ত্রের অংশ, যে কেহ এই সত্যকে মানব সমাজের কোনও কার্য্যে সংযুক্ত করিয়া দেয়, সর্ব্বশক্তি-মানের শক্তি আসিয়া তাঁহার সেই কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ঈশ্বর যখন স্বয়ং কোনও যন্ত্র চালনা করেন, তখন কাহার সাধ্য তাহার গতিরোধ করে?

এই সত্যের কোনও বিশ্বাসী ভৃত্যকে যেন আমি আজ স্বচক্ষে দেখিতেছি বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার মুখে সত্যের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে বুদ্ধিগত ভগবদ্-প্রীতির সমুদায় চিহ্ন যেনসমুজ্জ্বল রহিয়াছে। আপনার জীব-নের বিবিধ কর্ত্তব্য সাধন করিতে করিতে, এই সত্যের আভাস প্রাপ্ত হইয়া, তিনি যেন আপনার জীবন-গতিকে স্থগিত রাখিয়া, দেহমনের সমুদায় শক্তিকে অন্তর্মুখীন করিয়া, অন্তরের এই সত্যকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আকাশের ক্ষণ-প্রভার ন্যায়, স্বর্গের এই দেবকন্যাও সহজে মানুষের হাতে ধরা পড়িতে চাহেন না। তাই এক একবার তিনি সাধকের প্রাণে আসিয়া আপনার পুণ্য-প্রসন্ন মুখখানি বাড়াইয়া দিতে-ছেন, আর অমনি সে ব্যক্তির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে।

আবার পরক্ষণেই এই লজ্জাবতী দেবকন্যা নববধূর ন্যায় সলজ্জ সন্তস্ত্রভাবে তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাইতেছেন। সাধক সত্যের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তাহার সংস্পর্শে এই ধরাধামে কি অপরূপ শোভা বিকশিত হইবে ইহা ভাবিয়াই, আনন্দে হাস্য করিতেছেন। কিন্তু ক্রমে এই হাসি বিষাদের ছায়া দ্বারা আবৃত হইতেছে; ক্রমে সত্য-দর্শনের দায়িত্ব তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছে; জীবন-শোণিত দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধন করিতে না পারিলে সত্য-বৃক্ষ এ পৃথিবীর শুষ্কক্ষেত্রে যে বাঁচিতে পারে না, এই স্মৃতি তাঁহার প্রাণে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; এবং নূতন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কত শোণিত ব্যয় হইবে, এই ভাবনা তাঁহাকে বিচলিত করিতেছে। তাই এই সত্যের সেবকের মুখে এখন আশা ও উল্লাসের আভা ক্ষীণ হইয়া, বিষাদের গাঢ় অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। তিনি অপরের নিকটে আপনার অন্তরলব্ধ সত্যকে ক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন; এবং তাঁহারা কিছুকাল পর্য্যন্ত গোপনে গোপনে আপন আপন পরিবার মধ্যে সেই সত্যকে পরিপোষণ করিতেছেন। আরো দিন গেল, সত্য বয়োপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং জনসমাজে আপনার বিধিদত্ত অধিকার লাভ করিতে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে সে রোমীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। সে সংগ্রামের শেষ এখনও হয় নাই, কিন্তু ঐ সম্প্রদায় সত্যের তীক্ষ্ণ বাণের সাংঘাতিক ক্ষত হইতে কখনই রক্ষা পাইবে না। ক্রমে এই

নূতন সত্য ইউরোপের রাজন্যবর্গের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। দেখ, কিরূপে এই সকল রাজগণ পরাস্ত হইতেছেন, কিরূপে তাঁহাদের ছত্রদণ্ড সকল ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, কিরূপে তাঁহাদের রাজসিংহাসন সকল বিপর্য্যস্ত হইতেছে, সত্য-পুরুষের এই পুণ্যবতী দুহিতা কি সুন্দর ভাবেই না নানাদেশীয় সৌভাগ্যশালী নরনারীকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন; এবং শান্তি, মঙ্গল, ও প্রীতির পথের অগ্রণীদলকে এক মহান্ প্রেমধর্ম্মেতে দীক্ষিত করিয়া, এই নিখিল বিশ্বের প্রাণের মধ্যে বিধাতাপুরুষ স্বহস্তে যে বিধান অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতেছেন!

কিন্তু এ দৃশ্য জগতে এখনও বিকশিত হয় নাই। লোকে ইহা এখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। কখনও যে এরূপ হইবে, বা হইতে পারে, কেহ কেহ ইহাও বিশ্বাস করে না। ইহারা বলে—"এমন কখনই হইতে পারে না। আমেরিকার কাফ্রি-দাসগণ চিরকাল দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবেই থাকিবে। ইউরোপের জাতি সকল কদাপি রাজকীয় অত্যাচার ও পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।" আমি এসকল কথা শুনিয়া হাস্য করি। কোনও একটা বিষয় যদি আমি সত্য বলিয়া জানিতে পারি, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই কথাও আমি জানিতে পাই যে, সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি তাহার সহায় হইয়া রহিয়াছে; এবং ঈশ্বরের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যেমন

আমার মনে কোনও সন্দেহ বা আশঙ্কার উদয় হয় না, তেমনি এই সত্যের স্থায়িত্ব এবং প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও আমার কোনও আশঙ্কা হয় না। রাজনীতি নীতিবিজ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র। অনন্ত সত্যই কি সমাজবিজ্ঞান, কি জড়বিজ্ঞান, সকলেরই নিয়ন্তা। ইহা জানিয়া রাখ যে মানবের বিকাশে অনন্ত ঈশ্বরের বিধান কখনই অগ্রাহ্য হইবে না। জ্যামিতি ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্র হইতে ঈশ্বরের সত্য একই সময়ে স্খলিত হইবে। গণিতের সত্য যদি মিথ্যা হয়, তবেই রাজনীতির সত্যও মিথ্যা হইবে। এই দুই শ্রেণীর সত্যে গুণের ও শক্তির তারতম্য কিছুই নাই; কেবল আমরা গণিতের সহজ সত্য সকল প্রথমে আয়ত্ত করিমাত্র। বর্ত্তমানে অজ্ঞান, অপ্রেম, এবং কল্পিত স্বার্থ মানবের দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু এ চক্ষু চিরদিনই এরূপ অন্ধ ও মোহাবৃত থাকিবে না। এক দিন সে সত্যভাবে জনসমাজের মঙ্গলের জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত সত্য সকল দেখিবেই দেখিবে।

সত্যই মানববুদ্ধির বিষয় ও লক্ষ্য। মানবীয় জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভগবানের ভাব শিক্ষা করি এবং তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি। তবে সকলেই একই আকারের ও একই ওজনের সত্য, একই প্রণালীতে, লাভ করেন না। কিন্তু প্রত্যেকে আপনার আভ্যন্তরীণ ঈশ্বরদত্ত শক্তি সামর্থ্যের যথাযথ ব্যবহার অনুযায়ী সত্য লাভ করিয়া থাকেন। সত্যের প্রতি নিষ্কাম প্রীতিই বুদ্ধিগত ভক্তির উপকরণ। জ্ঞান

মানব ধর্ম্মের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য অত্যাবশ্যক, এবং এই জ্ঞানকে নিষ্কামভাবে, তাহার আপনার জন্যই, আদর ও প্রীতি করিতে হয়। এখনও লোকে জ্ঞানের ব্যবহারোপযোগিতারই সমধিক আদর করে সত্য, কিন্তু একদিন জনসমাজ জ্ঞানকে তাহার আপনার জন্যই আদর করিবে।

শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য, এবং পরিণামে, বহুযুগ পরে, সৌন্দর্য্যও লাভ হয়। মন তাহার অধীনস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব মানসিক বিকাশের নিয়ম পালন করিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য, সামর্থ্য ও সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অনেক উচ্চতর মানসিক স্বাস্থ্য, সামর্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করা যায়। মানবমনের বৈধ পরিচালনা হইতেই সত্য প্রবাহিত হইয়া মানবের মহৎ কল্যাণ সাধন করিবে। বহুসহস্র বৎসর পরে, বর্ত্তমান কালের সভ্যতর জাতি সকল যখন কালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে; তাহাদের নামশেষমাত্র যখন বিদ্যমান থাকিবে; আজ ইহাঁরা যে সকল সত্য শিক্ষা করিতেছে, সেই সকল সত্য তখন ইহাঁদের পরবর্ত্তী নরনারীগণের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারভুক্ত হইয়া যাইবে, এবং ইংলণ্ড বা মার্কিনের সত্য সকল পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া জগতের শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে। আমরা আজ মনের যে শক্তি সাধন করিতেছি, আমাদিগের মৃত্যুর এবং আমাদিগের জাতি বা সমাজের বিলুপ্তির পরেও, তাহা জগতে বিদ্যমান থাকিবে। এ সকল পরলোকে তোমাতে এবং আমাতে

আমাদের চিরবর্দ্ধনশীল ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া রহিবে। আজ যে যে বিষয়কে মহাসত্য বলিয়া ভাবিতেছি, মৃত্যুর পরে যে জ্ঞান লাভ করিব, তাহার নিকটে এ সকল অতি সামান্য বলিয়া মনে হইলেও, ইহাঁদের প্রত্যেকটীই আমাদের আত্মজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিতি করিবে। ইহলোকেও ইহাদের ধ্বংস হইবে না। কারণ, তুমি যে সত্য আবিষ্কার কর, তাহা জগতের অসীম রাজকোষে নীত হইয়া, চিরদিনের জন্য সঞ্চিত থাকে। এই রাজকোষেই সক্রেটীস এবং ক্যাণ্ট, অতি সামান্য দুই খণ্ড সত্য প্রদান করিয়াছেন মাত্র। মানবের আধ্যাত্মিক সম্পত্তি রাশির তুলনায়, ইহাঁদের দত্ত সত্যের এক কপর্দ্দকমাত্র মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই সত্যসম্পত্তি পর পর বংশীয়েরা, উত্তরাধিকারী স্বত্বে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বংশীয়দিগের নিকট হইতে লাভ করিয়া থাকে। এ সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু পরবংশীয়দিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহার নাই। যুগে যুগে জগতের লোক এ সম্পত্তি ভোগ করে, এবং আপনাদের জীবনে লব্ধ নূতন সত্য দ্বারা তাহার পুষ্টি সাধন করিয়া অনন্তকালের জন্য পরবর্ত্তী বংশীয়-দিগের ভোগার্থ তাহা রাখিয়া যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে ধান্য আবিষ্কার করিয়াছিল, বন্য ষণ্ডকে বশীভূত করিয়াছিল, ঘোটককে বল্গা দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছিল, ভাষা ও বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছিল, যে ব্যক্তি সর্ব্বাদৌ জল ও অগ্নিকে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তড়িৎকে করতলস্থ করিয়া

বার্ত্তাবাহকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, অথবা যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রথমে কঠোর প্রস্তর ফলক খোদিত করিয়া মনোমোহিনী মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিল, ইহারা সকলে যেমন আপন আপন শিক্ষা ও সাধনার ফল, আপন আপন শক্তি ও নৈপুণ্য, আপন আপন কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি মানব জাতির ব্যবহারের জন্য রাখিয়া গিয়াছে, সেইরূপ যে ব্যক্তি কোনও নূতন সত্য প্রচার করিয়া, জ্ঞানের কোনও অভিনব শক্তি ও বিকাশ সাধন করিতে পারেন, তিনিও মানবজাতির আধ্যাত্মিক শক্তি, সম্পত্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এত অসহায় যে একটী কেশ পর্য্যন্ত শুক্ল বা কৃষ্ণ করিতে সক্ষম হয় না, সেও সত্যের শক্তিতে মানবের আধ্যাত্মিক বিকাশের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

যে সকল পার্থিব সম্পত্তি আমরা পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি, অথবা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়াছি;—আমাদের ঘর বাড়ী, আমাদের চাষবাস, আমাদের পথ ঘাট, রেল, গাড়ী, কল কারখানা,—এই সকলই আমরা পরবংশীয়-দিগের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যাইতেছি। এই সকলের জন্য আমাদিগের সন্তান সন্ততিগণের জীবনভার লঘু হইবে, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে, তাহাদের আনন্দ এবং সুখ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য আমরা শিক্ষা করিতেছি, যে বুদ্ধিগত ভক্তি আমরা লাভ করিতেছি, মনুষ্যত্ব সাধনের যে সকল উপকরণ আমরা চিন্তা দ্বারা আয়ত্ত ও জীবনে পরিণত করিতেছি,—এ সকলও পুরুষপরম্পরায়

সঞ্চালিত হইয়া পরবর্ত্তী কালের নরনারীগণের ভোগের বিষয় হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিক কার্য্যক্ষেত্র অপর লোক আসিয়া অধিকার করিবে। আমরা যে সোপান নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহারা তাহা আরোহণ করিবে, এবং তৎপরে আপনারা এই সোপানের নব নব স্তর নির্ম্মাণ করিয়া, তোমার আমার অপেক্ষা উন্নততর আধ্যাত্মিক ভূমি অধিকার করিবে। মানব জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে একটা অচ্ছেদ্য ঘননিবিষ্টতা রহিয়াছে; এবং আদি মানবের চিন্তা দ্বারা মানব সমাজের শেষব্যক্তিরও জ্ঞানবিকাশের সাহায্য হইবেই হইবে। তোমার আমার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সহস্র সহস্র পুরুষ বাস করিতেছেন।

এ জগত অতি প্রাচীন। মানব আজ নূতন সৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু অতি দীর্ঘ কাল হইতে জীবনের অশেষ কঠোর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছে। অথচ আমাদিগের অন্তঃপ্রকৃতি যাহা চায় তাহার তুলনায় মানবের এই দীর্ঘকালের ইতিহাস, কত সামান্যই না বোধ হয়! ভূতকালে লব্ধ জ্ঞানের স্মৃতি দ্বারা পূর্ণ জ্ঞানের জন্য মানবের অন্তর্নিহিত পিপাসার নিবৃত্তি কখনই হইবে না। জড়বিজ্ঞানে, ধর্ম্ম-নীতিতে, রাজনীতিতে ও অধ্যাত্মতত্ত্বে,—সর্ব্ব বিভাগেই আরো অনেক নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইবে। যে সকল সত্য আমরা লাভ করিয়াছি, তাহাই বা কত দিন হইল পৃথিবীতে আসিয়াছে! যখন এ সকল প্রথম প্রচারিত হয়, লোকে প্রাণ খুলিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করে নাই। কিন্তু তুমি যদি [illegible]

দিগকে সত্য বলিয়া জান, তবে ভীত হইও না। নিশ্চয় জানিও যে ইহারা জগতে স্থিতি লাভ করিবেই করিবে। ইহাদের দ্বারা মানবের আধ্যাত্মিক শক্তি ও পার্থিব সুখ বৃদ্ধি হইবেই হইবে। যে ব্যক্তি জনসমাজের সত্যভাণ্ডারে কোনও মহান্ সার্ব্বভৌমিক সত্য প্রদান করেন, জগতের কোনও রাজা বা সেনাপতি, তাঁহার মত সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করেন, মানব মনের কোনও অভিনব ভাবকে আকারবদ্ধ করিয়া জনসমাজের সেবায় নিযুক্ত করেন, তিনি জগতের ধর্ম্মগুরুদিগের কার্য্য করিয়া থাকেন; জ্ঞানময়ের সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানগত যোগ সংস্থাপিত হয়; তিনি বিধাতাপুরুষের সহকারী বলিয়া পূজা পাইবার উপযুক্ত। মানুষকে মনুষ্যত্ব ভিন্ন আর কোনওই উচ্চতর বস্তু আমরা উপহার প্রদান করিতে পারি না। পার্থিব বস্তুকে তুচ্ছ করিতে বলি না; কিন্তু এ কথা যেন সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ থাকে যে, যে যুগে ইষ্টক নির্ম্মিত রোম নগরীকে মর্ম্মর প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ও দেবমন্দির দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছিল, সেই যুগেরই এক সামান্য সূত্রধরপুত্রের জীবনের স্মৃতি ও মুখের দুচারিটী কথা মাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি রূপে আজ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত হইতেছে।